চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 June 2019 ■ আগরতলা, ২১ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৫ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় যাত্রী পরিবহনে আমূল পরিবর্তন

অটোরিক্সায় বাতিল হচ্ছে রুট পারমিট, চালু হবে মিটার, নামছে ২৫টি টাউন বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। আগরতলা শহরে যাত্রী পরিবহনে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। রুট পারমিট পদ্ধতি তুলে দিয়ে মিটার অটো চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি, বহু বছর বাদে ফিরছে টাউন বাস পরিষেবা। মিটার অটো চালুর সাথে টাউন বাস পরিষেবাও শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, অটো চালক এবং যাত্রী, উভয়ের সুবিধায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন রতন লাল নাথ বলেন, আগরতলায় ৬৫৪৫টি অটোরিক্সা যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। নির্দিষ্ট রুটে অটোরিক্সা যাতায়াতের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগরতলা পুরনিগম এলাকার অটোরিক্সার ক্ষেত্রে রুট পারমিট ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে আগরতলা পুরনিগম এলাকার ২৪১টি রুটে মিটার অটো চালু করা হবে।

তাঁর কথায়, এতোদিন আগরতলা পুরনিগম এলাকার ২৪১টি রুটের জন্য পারমিট নিতে হতো। এই নির্দিষ্ট রুটের বাইরে গেলে অটোচালককে ২০০০ টাকা জরিমানা দিতে হতো। এর ফলে অটোচালকদের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতো। মিটার অটো চালু হলে অটোচালকরা আগরতলা পুরনিগম এলাকার যে কোনও রুটে যেতে পারবেন। যাত্রীসাধারণ এবং অটোচালকদের সুবিধা হবে বলেই মনে করছে মন্ত্রিসভা। তাই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আইনমন্ত্রীর দাবি, মিটার অটো ব্যবস্থা চালু হলে অটোতে উঠলেই ন্যুনতম ২০ টাকা যাত্রীকে দিতে হবে। তবে, তিনজন যাত্রী উঠলেও ওই ২০ টাকাই দিতে হবে। তাঁর কথায়, মিটার অটো চালু হলে ১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ২০ টাকা ৩ জন যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। ১.৫ কিলোমিটার থেকে ৪.১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া হবে ৩০ টাকা। ৪.১৬ কিলোমিটারের পরে ভাড়া প্রতি কিমি ৭ টাকা ২০ পয়সা করে নির্ধারিত হবে।

এদিকে, অটো চালকদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক নির্ধারণ করা হবে। সমস্ত অটো চালক একই ধরনের পোষাক পরবেন। তাছাড়া, তাঁদের প্রত্যেককে আইডি কার্ড দেওয়া হবে। তিনি জানান, আজ মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন পরিবহন দপ্তর সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

তবে, যাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে মিটার অটোরিক্সার পাশাপাশি ২৫টি টাউন বাস শীঘই চালু করার সিদ্ধান্ত আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে, যোগ করেন আইনমন্ত্রী। তাঁর কথায়, টাউন বাস পরিষেবা আগরতলায় কার্য্যত উঠে গিয়েছে। কিন্তু, আগরতলায় ফের টাউন বাস পরিষেবা চালু করা হবে। মিটার অটো চালু হওয়ার একদিন আগে শহরে টাউন বাস পরিষেবা শুরু হবে। বাসগুলি সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে টাউন বাস পরিষেবা এবং মিটার অটো চালু হওয়ার কথা ছিল পূর্বতন সরকারের আমলেই। কিন্তু, পূর্বতন সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ পালন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজের উত্তরসূরী খোঁজার দায়িত্ব দলের উপর ছাড়লেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.)।। কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতির পদ থেকে যে সরে দাঁড়াবেন বৃহস্পতিবার তা ফের স্পষ্ট করে দেন রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি পরবর্তী সভাপতি কে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে দল বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন যে তাঁর উত্তরসূরী কে হবে সেই সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন না। এই সিদ্ধান্ত দলীয় নেতৃত্ব নেবে। লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওয়ার্কি কমিটি তাঁর সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে দল পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিতে তাঁকে বলে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে যে তিনি সরে আসবেন না, তা স্পষ্ট করে দেন বছর ৪৯-এর এই রাজনীতিবিদ। রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতি হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে এই বিষয়ে সরব হয়েছিল কংগ্রেস সভাপতি। এই দাবিতে এখনও যে অনড় তিনি, তা সাংবাদিকদের এদিন স্পষ্ট করে দেন রাহুল গান্ধী।

দুই দিন পর ময়না তদন্ত, ধর্ষিতা শিশু দেয়া হল পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ জুন ।। পরিকাঠামোর অভাবে দুইদিন ধরে কফিনবন্দি ছিল বরফ চাপা নিথর দেহ। অবশেষে আগরতলা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গিয়ে আজ ময়না তদন্ত করলেন ধর্মনগরে ধর্ষণের পর খুন হওয়া শিশুকন্যার মৃতদেহ। দুইদিন ধরে কফিনে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছিল শিশুটির নিথর দেহ। আজ ময়না তদন্তের পর তার নিথর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার তার বাবা-মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছিল হাসপাতাল চত্বর।

মঙ্গলবার মঙ্গলবার ধর্মনগরের হাফলং ছড়ার কার্গিল টিলায় ছয় বছরের শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাকে ধর্ষণ করে নির্মমভাবে খুন করেছিল দুই যুবক। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এই হত্যাকান্ড নিয়ে পুলিশী প্রক্রিয়া নিজ গতিতে চলেছে। কিন্তু, হতদরিদ্র পরিবার তাদের সন্তানের নিথর দেহ পেয়েছে দুইদিন পর।

ধর্মনগর হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাবে ওই শিশুর ময়না তদন্তের জন্য আগরতলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীতে তলিয়ে যাওয়া শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ জুন ।। টানা প্রায় বারো ঘণ্টার কসরতে উদ্ধার হল ছোট্ট শিশুর দেহ, তা-ও মৃতাবস্থায়। বুধবার দুপুরে কৈলাসহরের জলাই গ্রামের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ দাস ও তাঁর মেয়ে পাপিয়া দাস (৭) মনু নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাবার মৃতদেহ উদ্ধার হলেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সাত বছরের পাপিয়াকে। এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা গতকালই বাবা ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন। পরে রাত হয়ে যাওয়ায় পাপিয়া-উদ্ধারে অভিযান স্থগিত রেখেছিলেন তাঁরা। আজ ভোর থেকে ডুবুরি নিয়ে শিশুকন্যার উদ্ধারে নামে এসিআরএফ। এতে সাফল্য আসে।

প্রসঙ্গত, গতকাল দুপুরে কৈলাসহরের জলাই গ্রামের বাসিন্দা বাবা ইন্দ্রজিৎ দাস তাঁর মেয়ে পাপিয়া দাস (৭)-কে নিয়ে মনু নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলে। কিন্তু আচমকা বাবা ও মেয়ে দুজনেই নদীর জলে তলিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ অতিক্রান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে অনুপম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার অনুপম পালকে ফের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। এপিপি বিদ্যুৎ সুত্রধর জানিয়েছেন, অনুপমকে জেরায় অনেক নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। তাই, তাকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে আদালত।

এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানান, গত ১২ জুন তাকে গ্রেপ্তার করার পর প্রথমে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল। এরপর আদালত চার দিনের জেল হেপাজত দিয়ে তাকে জেল হেপাজতে জেরার অনুমতি দিয়েছিল। জেরায় অনেক নতুন তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। ওই সমস্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আজ তাকে আদালতে তুলে ছয় দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত পাচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

যৌথ অধিবেশন শেষে সংসদের সেন্ট্রাল হল থেকে বেরিয়ে আসছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কেয়াইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। ছবি- পিআইবি।

লংতরাইভ্যালীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, মৃত ১ শিশু, আক্রান্ত ১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮২ মাইল, ২০ জুন ।। বর্ষার আগমনীতে ধলাই জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহকুমা জুড়ে ১৮ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু, স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে, লংতরাইভ্যালীতে ম্যালেরিয়া মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত ৪৮ ঘন্টায় লংতরাইভ্যালীর মহকুমায় ১৮ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি, উত্তর লংতরাই, দেবছড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুলে ভরা এডমিট কার্ড টিপিএসসি'র ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। সচিবালয়ে ৫০ টি শূণ্য পদে নিয়োগে পরীক্ষায় টিপিএসসি ভুলে ভরা এডমিট কার্ড বিলি করেছে। তাতে, বহু চাকুরি প্রত্যাশী এডমিট কার্ড হাতে পেয়ে ভেবাচেকা খেয়েছেন। কারণ, কোন এডমিট কার্ডে ছবির সাথে নামের মিল নেই। আবার একাধিক এডমিট কার্ডে একই ছবি লাগানো রয়েছে। ফলে, ওই এডমিট কার্ড দিয়ে তাঁরা নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন কিনা সেই আশঙ্কায় ভুগছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ টিপিএসসি কার্যালয়ের বাইরে শতাধিক চাকুরী প্রত্যাশী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা ওই ভুলে ভরা এডমিট কার্ড বদলের দাবি জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, সহস্রাধিক ভুলে ভরা এডমিট কার্ড বিলি করেছে টিপিএসসি।

এ বিষয়ে টিপিএসসি'র পরীক্ষা নিয়ামক অসীম পাল জানিয়েছেন, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এডমিট কার্ডে ভুল হয়েছে। তাঁর দাবি, ডাটাবেসে অধীক চাপ পরায় এই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, এই চাকুরী পরীক্ষায় ২৬ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। অন্যান্য বছরের যে কোনও পরীক্ষার তুলনায় তা সর্বাধিক। তাঁর কথায়, ২৬ হাজার আবেদনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র সংখ্যা কম তাই ২০টি স্কুল বেসরকারী হাতে তুলে দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। ছাত্রসংখ্যার উপস্থিতি কম থাকার কারণে ২০টি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। ওই বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, শিক্ষার মানোন্নয়নে ছাত্রসংখ্যার উপস্থিতি কম এমন বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী সংস্থাকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৪৩৯৮টি সরকার পরিচালিত এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে ছাত্রসংখ্যার উপস্থিতি নেই এমন ১৩টি বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আরো ১৪৭টি এমন বিদ্যালয় রয়েছে যে ছাত্রসংখ্যা উপস্থিতির হার ০-১০। তাঁর বক্তব্য, ওই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনায় রাজ্যের কোষাগার থেকে অহেতুক অর্থ খরচ হচ্ছে। তাই, এধরনের কয়েকটি বিদ্যালয় বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইন্ডিয়া ট্রাইবেল কেয়ার ট্রাস্ট ত্রিপুরায় ৬টি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। অমরপুর, মনুবনকুল, আনন্দবাজার, উত্তর ত্রিপুরার সাতনালা, বামুটিয়ার শ্রীকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট এবং করমছড়ায় লিটল ফ্লাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ওই সংস্থাটি পরিচালনা করছে। তাঁর কথায়, ওই সংস্থা ত্রিপুরা সরকারের কাছে ৫৩টি বিদ্যালয় পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু, আপাতত তাদের ২০টি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, পশ্চিম জেলায় ৭টি, গোমতী জেলায় ১টি, খোয়াই জেলায় ২টি, সিপাহীজলা জেলায় ৩টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৭টি বিদ্যালয় রয়েছে। এই ২০টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ইণ্ডিয়া ট্রাইবেল কেয়ার ট্রাস্ট সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে। পাঁচ বছরের জন্য শর্ত সাপেক্ষে ২০টি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সংস্থাটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অন্তত ৩০ জন হতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন

বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না কংগ্রেস : প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না কংগ্রেস। আজ জোর গলায় এই দাবি করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তাঁর কথায়, এক বছরে ১.৮ শতাংশ ভোটের হার বেড়ে কংগ্রেস ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। পেছনে ফেলে দিয়েছে বিরোধী সিপিএম এবং শাসক জোট আইপিএফটি-কেও। তাই, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি-কে কড়া টক্কর দিতে প্রস্তুতি চলছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ত্রিপুরায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ নিরাপত্তা জোনে চুরির চেষ্টা, আগরতলায় জননিরাপত্তায় পুলিশের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। ত্রিপুরা পুলিশের সদর কার্য্যালয় এবং মন্ত্রিদের সরকারী বাসভবনের পাশ্ববর্তী স্থানে দুটি দোকানে চুরির চেষ্টার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার গভীর রাতে আগরতলায় ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীতে দুটি দোকানে চোরেরা হানা দেয়। তবে, কিছু নগদ টাকা ছাড়া অন্য কিছুই চুরি হয়নি। কিন্তু, উচ্চ নিরাপত্তা জোনে চোরেদের তান্ডবে পুলিশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এ-বিষয়ে দোকান মালিক প্রবীর কুন্ডু জানান, ফায়ার সার্ভিস এলাকায় চুরির ঘটনা নতুন নয়। ইতিপূর্বে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, পুলিশ নির্বিকার। তিনি ক্ষোভ প্রকার করে বলেন, পুলিশ চুরি থামাতে এবং চোরেদের পাকড়াওয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তাই, রাতের অন্ধকারে উচ্চ নিরাপত্তা জোনে দোকানের টিনের ছাদ কেঁটে চোরেরা ভেতরে ঢুকে চুরির চেষ্টা করেছে।

আরেক দোকান মালিক সরিফ আলির কথায়, বুধবার রাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পেন্টিং-এর দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তবে, চোরেরা নগদ টাকা ছাড়া কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। তিনি জানান, দুটি দোকানেই টিনের ছাদ কেঁটে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করেছে। আজ সকালে দোকানে ঢুকে দেখি সমস্ত জিনিষপত্র লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, চোরেরা রাতে দোকানে ঢুকে জিনিষপত্র নষ্ট করেছে। কিন্তু, কিছু নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে, রাতে চোরেরা দুটি দোকানে তান্ডব চালিয়েছে অথচ পুলিশ কোন আঁচ পায়নি, বিষয়টি অবাক করেছে। তিনি বলেন, পাশেই পুলিশের সদর কার্য্যালয় রয়েছে। অপর পাশে মন্ত্রিদের সরকারী বাসভবন, সেখানে প্রচুর নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন আছে। অথচ, তাঁরা দুটি দোকানে চুরির ঘটনা টের পাননি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৪৮◘ ২১ জুন ২০১৯ ইং ◘ ৫ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক দেশ এক ভোট

'এক দেশ এক ভোট' এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের মতো বিশাল দেশে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে গিয়া একদিকে যেমন বিশাল অর্থ ব্যয় হয় অন্যদিকে নির্বাচনী আচরণ বিধির কল্যাণে সরকারী কর্মসূচী রূপায়নে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আর এই কথা মাথায় রাখিয়াই এক সাথে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের জন্য চিন্তাভাবনা উঠিয়া আসে। এই এক সঙ্গে নির্বাচনের জন্য দেশের সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের বড়সর সংশোধনের যে প্রয়োজন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অনুসন্ধান এবং যুক্তি তথ্য সহকারে জনমত গঠন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুক্তি নির্ভর তথ্য বক্তব্যকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া দেখিতে হইবে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সর্বদল বৈঠকে বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলই 'এক দেশ এক ভোট' এর প্রস্তাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। তবে, লোকসভা নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদির ডাকা প্রথম সর্বদল বৈঠকে বেশিরভাগ বিরোধী দলেরই অনুপস্থিত থাকিবার ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী আগেভাগেই জানাইয়া দিয়াছেন তিনি এই বৈঠকে অংশ নিবেন না। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বহুজন সমাজ পাটির সুপ্রিমো মায়াবতী, ডিএমকে নেতা ষ্ট্যালিন, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, টিডিপি নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডু সহ অনেক বিরোধী নেতানেত্রী। আমন্ত্রিত ৪০টি দলের মধ্যে ১৯ দলের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত হন নাই।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসিবার কিছুদিন পর হইতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভা ও রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচন একইসঙ্গে করিবার পক্ষে সওয়াল শুরু করেন। এই বিষয়ে রাজ্যগুলির মতামতও চাওয়া হয়। কেন্দ্র যুক্তি দেখাইয়াছে যে, লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে হইলে ভোটের প্রচারের খরচ কমিবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকে একটি খসড়াও জমা পড়িয়াছে। তবে, সেই খসড়ায় ইহাও মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় একসঙ্গে ভোট করা সম্ভব নহে। নীতি আয়োগও একসঙ্গে ভোট করিবার পরামর্শ দিয়াছে। আয়োগ ইহাও বলিয়াছে যে, আদর্শ আচরণ বিধি কার্য্যকর হইয়া যাওয়ায় প্রশাসনের কাজকর্মে যে বিঘ্ন ঘটে তাহা কমানো যাইবে। এক দেশ এক ভোট নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে।

ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা যখন চালু হইয়াছিল প্রথম দিকে, পঞ্চাশের দশকে এক দেশ এক ভোট প্রথাই যেন চালু হইয়াছিল। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে রাজ্যে রাজ্যে সরকার ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি নানা কারণে এই পদ্ধতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এক সঙ্গে ভোট করিবার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার মোকাবেলা করিতে হইবে। নির্বাচনী আইন নিয়মের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংশোধনী করিতে হইবে। বিভিন্ন ঘটনায় ইহাই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ এক ভোট' প্রথা চালুর লক্ষ্যে আগাইয়া যাইবেই। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসিয়াই এক দেশ এক ভোট নিয়া আওয়াজ তোলা হইয়াছে। এই উদ্যোগে আবার নতুন করিয়া প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়াছেন। কেন্দ্র আবার বিপুল সমর্থন নিয়া ক্ষমতায় আসীন হইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এই বৈঠক ইত্যাদি চালাইয়া তৎপরতা জারী রাখিয়াছেন। মোদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় ঝুঁকি নিয়াও উৎরাইয়া গিয়াছেন। নোটবন্দীর মতো এত বড় ঘটনা, জিএসটি ইত্যাদি রূপায়নের ক্ষেত্রে বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিয়াছেন তিনি। এইবার বোধ হয় নির্বাচনী ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ লইতে চলিয়াছেন। নির্বাচনী আইন সংশোধনীর অর্থই হইল সংবিধান সংশোধন। আমাদের নির্বাচন কমিশন অনেক বেশী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এক সময় তো এই কমিশনের ক্ষমতা নিয়াই প্রশ্ন উঠিত। দেশের কর্তার আঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হইত কমিশন। কমিশনের নিজস্বতা, স্বাতন্ত্রতা প্রশ্নের মুখে ছিল। টি এন শেষান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বৃত হইবার পরই দেশবাসীর চোখ খুলিয়া যায়। কমিশনের ক্ষমতা কতখানি ব্যাপক শেষাণ তাহা প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কার্য্যত শেষাণের আমলেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে অনেক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইনের মধ্যে থাকিয়াই শেষাণ বুঝাইয়া দেন কমিশন কাঠের পুতুল নহে অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার আমলেই নির্বাচন কমিশন জনমনে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করে। দেশের গণতন্ত্রের জয়যাত্রার ক্ষেত্রে শেষাণের ভূমিকা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। নির্বাচনে অর্থ শক্তি, পেশী শক্তির আস্ফালনের রেশ টানিয়া ধরিয়া ছিলেন শেষাণ। অপরাধীরা ভোটে দাঁড়াইতে পারিবে না এই নিষেধাজ্ঞা তো জারী হইয়াছিল শেষাণের আমলে। নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠোর পর্য্যবেক্ষণ চালু করিয়া দিলেন শেষাণ। দেশের নির্বাচনী সংস্কারের ইতিহাসে শেষাণের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিৎ।

একথা আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, ইভিএমের উপর ভোটরদের একশ শতাংশ বিশ্বাস সঞ্চারিত করিতে পারে নাই নির্বাচন কমিশন। আজ ইভিএমের উপর সংশয় সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ থাকিয়াই যাইতেছে। ইভিএম যে একশ শতাংশ সঠিক, কারচুপির বিন্দুমাত্র সুযোগ নাই সেই বিশ্বাস টুকুই ভোটারদের মনে জাগাইতে পারিলেন না। আইন এবং বিশ্বাস একে অপরের পরিপূরক। আইন তখনই সার্থকতার পর্য্যবসিত হয় যখন বিশ্বাস সেখানে বড় জায়গা নিয়া থাকে। আমাদের গণতন্ত্রের জয়যাত্রা তখনই সার্থকতায় মাত্রায় পৌছাইবে যদি নির্বাচন কমিশন জনমনে বিশ্বাস অর্জন করে। বিশ্বাসই বসায় শ্রদ্ধার আসনে। এক দেশ এক ভোট কর্মসূচীর সাফল্য আনিতে হইলে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাস যোগ্যতা বাড়াইতে হইবে। সংশয় সন্দেহ দূর করিয়া কমিশন জনমনে আস্থা ও ভরসার স্থল হইয়া উঠিলেই গণতন্ত্রের সত্যিকারের শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

'জয় বাংলা' ধ্বণি নিয়ে ফের তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ জুন (হি. স.) : ভারতে 'জয় বাংলা' ধ্বণিকে 'দেশদ্রোহিতা' বলে চিহ্নিত করলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তাঁর দাবি, এই ধ্বণির মধ্যে দিয়ে কৌশলে জাতীয়তাবাদের কবর খোঁড়া হচ্ছে।

বিজেপি-র 'জয় শ্রীরাম' ধ্বণিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য আচরণ ও মন্তব্যের বিভিন্ন রূপ জাতীয় স্তরে আলোড়ণ ফেলেছে। সামাজিক মাধ্যমে 'মিম' হয়ে কৌতূকের সৃষ্টি করেছে। এর মোকাবিলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় বাংলা' ধ্বণি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। এর প্রভাব পড়েছে অতি সাম্প্রতিক লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা অধিবেশনেও।

বৃহস্পতিবার তথাগতবাবু তাঁর ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, "জয় বাংলা ধ্বণি বাংলাদেশের সঙ্গে সংপৃক্ত। যদিও বলা হচ্ছে এই ধ্বণির একচেটিয়া অধিকার ('পেটেন্ট') নেই। তাই যে কোনও বাঙালি দিতে পারে। এই বক্তব্যটা কেউ কেউ বোকামি বলে ভাবছেন। কিন্তু বিষয়টা আদতে তাই নয়। এর মাধ্যমে কৌশলে দেশদ্রোহিতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এমন একটি 'সাব ন্যাশনালিজম'-এর আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে যেটি সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করতে পারে।"

লোকসভার বাদল অধিবেশনের শুরুতে সদ্য নির্বাচিত সাংসদরা শপথবাক্য পাঠ করেন। তৃণমূলের সাংসদদের অনেকেই শপথবাক্য পাঠের পর জয় বাংলা স্লোগান দেন। পালটা বিজেপি সাংসদরাও জয়শ্রীরাম স্লোগান দেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই টুইটে নাম করে তৃণমূল সাংসদের খোঁচা দিয়েছিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল। দিন তিনেক আগেই একটি টুইটে তথাগত রায় লেখেন, "আমি লোকসভায় কয়েকজন সাংসদের মুখে জয় বাংলা স্লোগান শুনে বিষণ্ন, দুঃখিত। এটা আসলে সার্বভৌম বাংলাদেশের স্লোগান। তাঁরা যে কোনও সময় পাকিস্তান জিন্দাবাদের মতোও স্লোগান দিতে পারেন। এটা কি কোথাও বাংলায় উপ-জাতীয়তাবাদ প্রচারের চেষ্টা চলছে ? " প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস লেখেন, "মাননীয় অধ্যাপক তথাগত রায়, ওরা কি পান

ছয়ের পাতায় দেখুন

ডাক্তারদের নিরাপত্তার সঙ্গে উন্নত পরিষেবাও

বরুণ দাস

এনআরএস হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের লাগাতার ধর্মঘটে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা একেবারে লাটে উঠেছে একথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন তামাম রাজ্যবাসী। যদিও এমন ঘটনা এ রাজ্যে নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগেও একাধিকবার জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন এবং সে সময়ও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বিলকুল বেহার হয়ে পড়েছে। চূড়ান্ত নাজেহাল অসহায় রোগী ও তার পরিবার-পরিজনরা। কিন্তু টনক নড়েনি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের।

তবে এবারের মতো এতদিন বোধহয় ধর্মঘটে সামিল হননি জুনিয়র ডাক্তাররা। এবং রাজ্যের সর্বত্র সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবাও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার চূড়ান্ত খেসারত গুণতে হয়নি নিরপরাধ রোগী ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের যাদের সঙ্গে এই ধর্মঘটের কোনও সংযোগ নেই। একটি সদ্যোজাত নিতদিনের শিশুকেও জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকা ধর্মঘটে বলি হতে হয়েছে। এই পৃথিবীর বুকে পা রেখেও কিনা চিকিৎসার চিরদিনের মতো চলে যেতে হয়েছে ওই দুধের শিশুটিকে।

এছাড়া আরও বেশি কিছু রোগী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিয়েছেন। ধর্মঘটের দরুণ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভর্তি থাকা কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথেও একাধিকজন মারা গেছেন। জটিল অস্ত্রোপচারও সম্ভব হয়নি পূর্ব নির্ধারিত রোগীদের। যাদের অস্ত্রোপচার হয়েছে, তারাও প্রয়োজনীয় ওষুধটুকু পর্যন্ত পাননি ধর্মঘটের ওই ক'দিন। এখানেই শেষ নয়। রেডিয়েশন বা কেমো পাননি ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগীরা।

ধর্মঘটের আগে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীরা শয্যা, ট্রলি কিম্বা মেঝেতে যন্ত্রণায় কাতরালেও তাদের দিকে বাবেকেরতরে ফিরেও তাকাননি ধর্মঘটে যোগ দেওয়া কেউ। জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ধর্মঘটী চিকিৎসকরা। জুনিয়রদের সার্বিক সমর্থন জানিয়ে সিনিয়ররাও জরুরি পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার কোনওরকম আগ্রহ দেখাননি। ফলে ধর্মঘটেরএই ক'দিন সা রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে চরম চিকিৎসা-বিভ্রাট দেখা গেছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, স্বয়ং মৃত্যুও যাদের বিন্দুমাত্র টনক নাড়াতে পারে না, তারা কী করে মানবসেবার মতো এমন এখ মহতী সেবাব্রত নিজেদের সামিল করার ব্রত নিলেন? তা কি শুধুই রোজগারে লোভনীয় হাতছানিতে? যদি তাই হয়, তাহলে তাদের কাছে মনুষ্যত্ব ও মানবতার দাবি করাটা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ দু'হাতে অর্থ রোজগারই তো এদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণ হলেই হল। অন্যান্য পেশার সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার কোনও পার্থক্যই নেই এদের কাছে।

উল্লেখ্য অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা মনুষ্য জীবনেরই একটা দিক বা অঙ্গ। এ থেকে কারও রেহাই নেই। যে কোনও পেশার সঙ্গেই এসব ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে। স্বাধীনতার একাত্তর বছরেও যে দেশ উন্নত হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের মহান সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার সিংহভাগ নাগরিকদের বেঁচে থাকার পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে পারে না। পারে না অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের ন্যূন্যতম যোগান দিতে।

এখানেই শেষ নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সরকার তার নাগরিকদের দিতে পারে না বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিরাপত্তা। অথচ যারা রাষ্ট্রে মুখ বা প্রতিনিধি, তারা নিজেদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য ব্যয করতে পারেন হাজার হাজার কোটি টাকা। এই সার্বিক বেহাল ও বেনজির পরিস্থিতিতে আমরা মহামান্য সরকার বাহাদূরের কাছ থেকে কী -ই বা আশা করতে পারি? চিকিৎসকেরা তো এই সমাজ বা এই রাষ্ট্রে বাইরের কেউ নন। তারাই বা কোন ভরসার বাড়তি নিরাপত্তা আশা করেন?

তবুও বলা যায় কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকে যাঁরা চিকিৎসার মাধ্যমে আমাদের সাময়িক মুক্তি দেন কিম্বা বলা যায় প্রাণ বাঁচান, তাঁরা নিজেদের একটু নিরাপত্তা দাবি করতেই পারেন। এই দাবির মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। বিশেষ করে 'চিকিৎসা-বিভ্রাট' কিম্বা 'চিকিৎসায় গাফিলতি' নিয়ে রোগীর পরিবার-পরিজনরা যেখানে মাঝে-মধ্যেই 'মারমুখী' হয়ে ওঠেন কিম্বা বাইরের দুস্কৃতী ভাড়া করে এনে চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ওপর চড়াও হন। 'অভিযুক্ত' টিকিৎসকদের পেটানো ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করতে পিছপা হন না।

এনআরএস-কাণ্ড এই পরিচিত ও পুরনো অধ্যায়েরই অন্যতম অঙ্গ। এ রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা নতুন নয়। এখন সরকারি-বেসরকারি যেকোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগীর মৃত্যু ঘটলেই রোগীর আত্মীয়-পরিনের সমস্ত রাগ-ক্ষোভ উপচে পড়ে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসকদের ওপর। অভিযোগ ওঠে চিকিৎসদের গাফিলতি, অবহেলা কিম্বা চিকিৎসা-বিভ্রাট নিয়ে। আর বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হলে বাড়তি যোগ হয় ভুয়ো অঙ্কের মেডিকেল বিল নিয়েও।

ফিরে আসি এনআরএস কাণ্ডে যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের আঁচ গোটা রাজ্য তো বটেই, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ধরা পড়েছে। উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে এখন আর কোনও ঘটনাকেই চেপে রাখা কোনওভাবেই সম্ভব হয় না। মুহূর্তের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। এনআরএস-কাণ্ড ও ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ধর্মঘটরত চিকিৎসকদের নৈতিক সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন সবাই। ফলে স্বভাবতই মনোবল বেড়ে গেছে ধর্মঘটরত চিকিৎসকদের।

তারা অসহায় ও যন্ত্রণাকাতর রোগীদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের 'নিরাপত্তার বিষয়টিই অগ্রাধিকার দিতে বড় বেশি ব্যস্ত। বেহাল চিকিৎসা পরিষেবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তেই অবিচল রয়েছেন। চিকিৎসার অভাবে দিকে দিকে নির্মম মৃত্যুও তাঁদের মন কিছুতেই গলাতে পারছে না। হাসপাতালে ভিড় জমানো চিকিৎসাহীন অসহায় মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেও তাঁদের প্রাণ কাঁদছে না। এমন অনুভূতিহীন যন্ত্রবৎ চিকিৎসক সমাজ আগে কখনও এদেশের মানুষ দেখেনি।

চিকিৎসকদের পেটানোর ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এনআরএস-কাণ্ডে যারা যুক্ত, সেই মূল অপরাধীদের এখনও পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। সামান্য তুচ্ছ কারণেই যেখানে রাজ্যের পেটোয়া পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে নাকা চেক-এর নামে সাধারণ মানুষদের চূড়ান্ত হয়রানি করে, সেখানে এনআরএস-কাণ্ডে যুক্ত মূল নায়কদের পুলিশ এখনও চিহ্নিত করতে অপারগ-এটা অনেকেরই বিশ্বাসের অযোগ্য। সংশয় ও সন্দেহের দানা বাঁধছে সেখানেই। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে তো?

ইদানীং যাঁর নামের আগে 'মানবিক' ও 'সংবেদনশীল' কথা দুটি লেকা হয়, সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই প্রমাণ করেছেন, যে শাসক মানেই অমানবিক। যে ধর্মঘটের সঙ্গে শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের স্বার্থই জনিত হয়, রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেখানে তাঁকে আরও মানবিক ও সংবেদনশীল হওয়া দরকার ছিল। হুমকি নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনে মাথা নত করারমধ্যে কোনও ভুল থাকতে পারে না। নিজের কিম্বা দলীয় স্বার্থে নয়,চিকিৎসক ও রোগীদের বৃহত্তর স্বার্থেই না হয় ধর্মঘটের শুরুতে নরম সূরে আলোচনায় বসতেন। তিনি প্রশাসনের প্রধান মুখ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। একই সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রধান। তার উপস্থিতিই তো আশা করেছিলেন ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাহলে অনেকগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঠেকানো যেত নিঃসন্দেহে। কিন্তু হুমকি দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলেন তিনি।

অন্যদিকে জুনিয় ডাক্তাররাও চিকিৎসা পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ না করে ধাপে দাপে লাগাতার প্রতিবাদে সামিল হতে পারতেন। তাতে তাদের প্রতি সহানুভূতিও বাড়ত রোগী ও তার আত্মীয় পরীজনসহ সমাজের সাধারণ মানুষের। অথচ প্রথম থেকেই তাঁরা চিকিৎসা পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধের মতো চরম পন্থা বেছে নেন। এটা তাদের চূড়ান্ত অবিবেচকের পরিচয়। একজন চিকিৎসকের কাছে নিরপরাধ অসহায় যন্ত্রণাকাতর রোগী চিকিৎসা পাবেন, না, এটা আমাদের কাছে বিশ্বাস করাটাও ছিল অত্যন্ত কঠিন।

এবং এই অনৈতিক, অমানবিক, অবিশ্বাস কঠিন কাজটিই ধর্মঘটের সময় দিনের পর দিন করেছেন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। তাদের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকেছে। যা নাকি একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে কোন পরিস্থিতিতেই কোনওভাবে আশা করা যায় না। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থের মামলায় কলকাতার মহামান্য উচ্চ আদালতও এমন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই কান দেননি ধর্মঘটী বেপরোয়া জুনিয়র ডাক্তাররা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অসহায় রোগীর চিকিৎসকেরা তাদের উচ্চ আসন কতদিন ধরে রাখতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবাকাশ থেকেই যায়। যাঁদেরকে এতদিন 'ভগবান'-এর আসনে বসিয়ে এসেছেন রোগী ও তার পরিবার-পরিজনরা, তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে এমন একটা বিরূপ ধারণা জন্ম দিলেন যা সুস্থ সমাজের কাছে কোনওভাবেই মঙ্গলজনক নয়। আর এদের সমর্থনে সিনিয়র ডাক্তাররাও বিবেচনাপ্রসূত ভূমিকার পরিচয় দেননি।

সবাই আন্তরিকভাবেই চান, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার এই বেহাল অবস্থার দ্রুত অবসান হোক। গ্রহণযোগ্য কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসুক যাতে একইসঙ্গে অসহায় রোগীদের দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়। এবং অন্যদিকে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দিকটিরও সুরক্ষা সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং আগামী দিন এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে উভয়পক্ষই সজাগ ও সতর্ক থাকুন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এমন অরাজকতা হতে পারে না।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

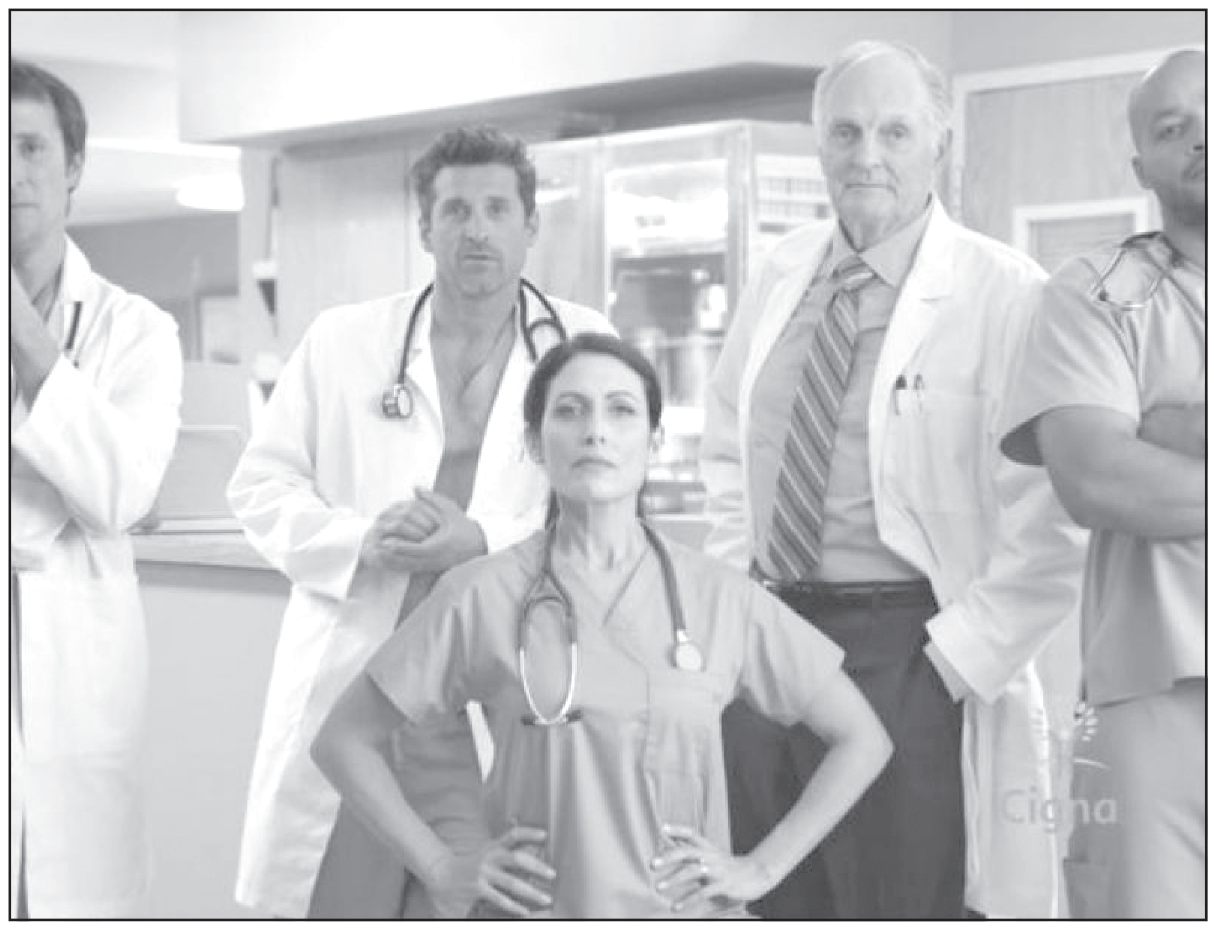

পচা শামুকে পা কাটা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কেন্দ্রে মোদির সরকারের গলার কাঁটা। বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে পারলে সেই কাঁটা আপনি নেমে যাবে। অথবা চলতি বিধাসভা থেকে ছলে বলে কৌশলে বা স্রেফ ভক্তিতে টিএমসি থেকে ব্যাপক সংখ্যায় দলত্যাগ ঘটলে সরকারকে চলে যেতে হবে।

এই দুইয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের সুযোগ আসছে কি? এক কথায় উত্তর, না তবুও গতকয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, মোদি সরকার পশ্চিমবঙ্গে মমতার সরকারকে বরখাস্ত করার পথ তৈরি করছে। এটা কেবল গুজব বা জনরব বলে তা নিয়ে সাতকাহন লেখা দরকার হত না। দরকার হচ্ছে, কারণ, এই রটনায় রাজ্যপাল ইন্ধন দিয়েছেন। তাঁর পরিচয় যাঁদের জানা নেই, তাঁদের জানাই তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর অগাধ অভিজ্ঞতা। বিধায়ক, মন্ত্রী, স্পিকার তিনি কী না ছিলেন, পেশা ছিল ওকালিত। ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ সম্পর্কে তাঁর লেখা একটি ভাষ্য আজও সমাদৃত হচ্ছে।

এমন একজন মানুষ হয়েও তিনি বলে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে 'রাষ্ট্রপতিরশাসনের প্রয়োজন হতে পারে (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১১ জুন) মাননীয় রাজ্যপালের পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি ওই ইঙ্গিতে দিয়ে যেন পচা শামুকে পা কেটে ফেলেছেন। সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে মমতার সরকারকে বরখাস্ত করার যে কারণ তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা সম্ভব হবে না। তবুও লোকসভার বিপুল গরিষ্ঠতার জোরে মোদি সরকার সেই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ নিলে কেবল তাঁদের হাতই পুড়বে না, মুখও পুড়বে। লাভ হবে মমতার। রাজ্যপাল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক হানাহানি চলছে। মৃত্যু হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। অবস্থার আরও অবনতি হলে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োজন হতে পারে। এই ব্যাপারে মোদি সরকারের পক্ষে মুশকিল হচ্ছে, সংবিধান তা মেনে নেবে না। বরং সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পাবেন মমতা।

একথা অবশ্য ঠিক যে, কোনও রাজ্যে সংবিধানের অর্থাৎ আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলে রাষ্ট্রপতির মনে হলে তিনি সেই রাজ্যের সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন। কিন্তু এমন একটি গুরুতর ও স্পর্শকাতার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপিতর মর্জির উপর নির্ভরশীল হলে তো সংবিধানের দরকার থাকে না। তা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই হয়।

ভরসার কথা, ব্যাপারটি তেমন নয়। কোনও রাজ্যে কোনও অবস্থা সৃষ্টি হলে সরকারকে বরদাস্ত করা যাবে শীর্ষ আদালত ১৯৯৪ সালে তার সীমারেখা বেঁধে দিয়েছে। যে মামলাকে কেন্দ্র করে শীর্ষ আদালতের এই রায় তা এস আর বোম্বাই বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার মামলা বলেবিচার ব্যবস্থার ইইতহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তার এক চুল এদিক ওদিক করা হলে মমতা সটান শীর্ষ আদালতে চলে যাবেন। রাজ্যের পক্ষ সমর্থন করতে কপিল সিবাল, মনু সিংভি বা অন্যান্য আইন বিশারদদের দাঁড় করিয়ে দেবেন। মমতা সরকারের মৃত্যু পরোয়ানা শীর্ষ আদালতকে দিয়ে খারিজ করিয়ে আনা তো তাদের পক্ষে বাঁ হাতের খেলা।

সুতরাং এনডিএ সরকার গোয়ার্তুমি বা গা জোয়ারি করে ওই রকম পলকা পদক্ষেপ নেওয়ার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। তবে রাজনীতিতে কে যে কখন কী করে বসে, তা আগে থেকে জানান দেওয়া শিবেরও অসাধ্য। তা হলে মমতা সরকারের সামনে কি কোনও ফাঁড়া নেই? মমতা সরকার কি অবধ্য?

তাও বলা যায় না। কারণটা গোড়াতেই বলে নিয়েছি। বিজেপির কয়েকজন চোরাশিকারী তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিধায়ক ভাঙাতে সক্রিয় রয়েছে। তারা ওইভাবে বিধানসভায় ভাঙাতে সক্রিয় রয়েছে। তারা ওইভাবে বিধানসভায় টিএমসির দলগত শক্তি ১৪৮-এর নীচে নামিয়ে আনতে পারলেই নবান্ন ফতে। তবে তাতেও রক্ষাকবচ আছে। শীর্ষ আদালতই তা স্থির করে দিয়েছে।

সরকার গরিষ্ঠতা হারিয়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে কিনা তা সাউথ ব্লক ঠিক করবে না। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনেই হবে তার একমাত্র পরীক্ষাস্থল। রাজ্যপাল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারকে বিধানসভায় আস্থা ভোটে নিতে নির্দেশ দিতে পারেন। অর্থবা বিরোধীপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব এনে বিষয়টির ফয়সালা চাইতে পারে।

তার যে কোনও একটি পরক্ষায় সরকার ফেল করলে সরকারকে স্বেচ্ছায় সরে যেতে হবে। এটাই সুস্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি। তবে এই পশ্চিমবঙ্গেই তার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও আছে। ১৯৬৭ সালে সেই কলঙ্কিত অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। কংগ্রেসের একাংশ এবং পুরো যুক্তফ্রন্টের এই অধ্যায় রচনায় সমান অংশ ছিল।

ওই বছরে বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হতে পারলেও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা হারায়। অতুল ঘোষের পরামর্শে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্মেলেন্দু দে সঙ্গে সঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই নির্বাচনে সরকার গড়ার জন্য কংগ্রেস জনাদেশ পায়নি। তাই একক বৃহত্তম দল হয়েও কংগ্রেস সরকার গড়ার দাবি জানাবে না।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরে মঞ্চে পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায়, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ও বিধায়ক দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

ধেমাজি বিস্ফোরণ ২০০৪ : আইনজীবীর মৃত্যুর দরুন ১৫ বছর পুরনো মামলার রায় দান পিছিয়ে ৪ জুলাই

ধেমাজি (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : দেশ তথা বিশ্ব কাঁপানো ধেমাজি বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রস্তাবিত আজকের রায়দান স্থগিত রেখেছে ধেমাজির দায়রা আদালত। মামলা সঙ্গে জড়িত জনৈক আইনজীবীর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য ধেমাজি উকিল সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের রায়দান আপাতত স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি। আগামী ৪ জুলাই বিশ্বকাঁপানো বোমা বিস্ফোরণের রায় দান হবে বলে আদালত জানিয়েছে। প্রঙ্গত, গত বুধবার রাতে এই মামলার অভিযুক্ত চার আসামীর কেঁ সুলি তথা ধেমাজি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ঘনশ্যাম লাহনের এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের ইতিহাসে কালো দিবস হিসেবে পরিচিত ২০০৪ সালের ১৫ আগস্ট ধেমাজি স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল ৯:৩০টায় আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনস্থলে আলফা কর্তৃক সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে ১০টি নিরীহ শিশুর পাশাপাশি তিন শিশুর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। নিহত শিশুদের সকলে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছিল। এছাড়া আরও ২০ জন চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীত পরিবেশন মুহূর্তে অনুষ্ঠানস্থল রাক্তাক্ত করে দিয়েছিল উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা।

এ-ঘটনার পর ধেমাজি থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ / ১২০ বি / ১২১ এ / ১২২ / ৩০২ / ৩২৬ ধারায় মামলা রুজু হয়। পরবর্তীতে দায়রা জজ আদালতে নথিভুক্ত ১২৭ / ২০১১ নম্বরের মামলায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল করেছিল পুলিশ। অভিযুক্তরা যথাক্রমে যতীন দুওরি ওরফে রংমন ওরফে মাধুর্য গোহাঁই, লীলা খান ওরফে লীলা গগৈ, দীপাঞ্জলি গোঁহাই, মুহি সন্দিকৈ, প্রশান্ত ভূঞা, মোহন চুতিয়া, চন্দ্রনাথ গগৈ, হেমেন ওরফে বিনোদ, গোবিন কলিতা, জয়চন্দ্র চুতিয়া, অপ্সরা বরুয়া, জয়া চুতিয়া, জীতেন চুতিয়া ওরফে জোনটি, মিন বরুয়া এবং রসিদ ভরালি।

ইতিমধ্যে ধেমাজি আদালত গত ১৫ বছর আগের এই বিস্ফোরণ মামলায় প্রায় ৫০ জনের বেশি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। মর্মান্তিক ওই ঘটনার সুবিচারের অপেক্ষায় ভুক্তভোগী পরিবারবর্গের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের মানুষ। অধিকাংশ মানুষ অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা চাইছেন।

ঘটনার পর এর সঙ্গে উগ্রপন্থী আলফা জড়িত বলে নিশ্চিত হয়েছিল পুলিশ। পরবর্তীতে প্রায় পাঁচ বছর পর সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন আলফা (স্বাধীন)-এর স্বয়ম্ভু সেনা-প্রধান পরেশ বরুয়া। নিরীহ শিশু-ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের মায়ের মৃত্যু এবং আহতদের জন্য খেদ ব্যক্ত করে বিবৃতি জারি করেছিলেন।

রাঁচিতে যোগভ্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

রাঁচি, ২০ জুন (হি.স.) : শুক্রবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে বিপুল জন সমাগমের মাঝে যোগভ্যাস করে দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আগামীকাল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঊ চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচিতে পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বলেন, যোগ দিবস উপলক্ষ্যে রাঁচি আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩৫০০০ বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন আসন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী চান ঝাড়খণ্ড সহ গোটা বিশ্বে জন আন্দোলনে পরিণত হোক এই যোগ।

বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ রাত ১০টা ৪০মিনিট নাগাদ রাঁচিতে আসবেন প্রধানমন্ত্রী ঊ রাজভবনে রাত্রিযাপন করে শুক্রবার সকাল ৬টা ১০ মিনিট নাগাদ মূল অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যাবেন। সেখানে পৌঁছবেন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে। রাঁচির প্রভাত তারা মাঠে ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিভিন্ন আসন করে দেখাবেন তিনি। প্রায় ৩৫০০০ মানুষ এই যোগভ্যাসে অংশগ্রহণ করবেন। এর জন্য বিশেষ এলইডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগ দিবসে বাড়তি অংশগ্রহণকারীদের জন্য পাশ্ববর্তী নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ৭০০০ মানুষ বসে যোগের বিভিন্ন আসন করবেন। নিরাপত্তার জন্য ছয়টি ক্লাস্টার ভাগে ৪৪টি সেক্টর তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি সেক্টর ভিআইপিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি সেক্টরগুলিতে বসতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এক এবং দুই নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবে অংশগ্রহণকারীরা।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। প্রধানমন্ত্রী যে পথ ধরে অনুষ্ঠানস্থলে যাবেন সেই সকল এলাকাগুলিকে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

শিশু কন্যাকে আছড়ে খুন : গ্রেফতার বাবা

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স) : মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে, তিন মাসের এক শিশু কন্যাকে আছড়ে খুন করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত বাবা শেখ রাজু-কে গ্রেফতার করে কলকাতার দক্ষিণ বন্দর থানার পুলিশঊ বুধবার মধ্যরাতে এই পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী থাকে কলকাতাঊ

শেখ রাজুর স্ত্রী আসিফা বেগম মাস তিনেক আগে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ঊ স্ত্রীর ‘কন্যা’ সন্তান হওয়াকে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেনি শেখ রাজু ঊ শিশুটি জন্মের পর থেকেই এই নিয়েই প্রায় অশান্তি লেগে থাকত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঊ বুধবার রাতে ফের এই অশান্তিই চরমে ওঠে। তার জেরেই শিশু কন্যাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে রাজু ঊ

বৃহস্পতিবার পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, অভিযুক্তর স্ত্রী আসিফা বেগম অভিযোগ জানায় যে, বুধবার তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হওয়াকালীনই আচমকাই শিশুটিকে খাট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাজু। শিশুটির হাত,পা, ঘাড়, মুখে আঘাত লাগে। গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে শিশুমঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাকে ট্রান্সফার করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে ঊ সেখানে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এর পরেই আসিফা বেগমের অভিযোগ অনুযায়ী শেখ রাজুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গোয়ায় শুক্রবার নামতে চলেছে বর্ষা

পানাজি, ২০ জুন (হি.স.) : প্রায় ১৪ দিনের অপেক্ষার পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শুক্রবার নাগাদ গোয়ায় বর্ষা নামতে চলেছে। আবহাত্তয়া দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

আবহাত্তয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে গোয়ার কিছু অংশে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবারও সেই বৃষ্টি চলছে।

গোয়ার রাজধানী পানাজিতে বৃহস্পতিবার সকালে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়াতে শুক্রবার বর্ষা নামবে।

উত্তর এবং দক্ষিণ গোয়ার বেশিরভাগ স্থানে বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর একটি বুলেটিনে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণ-পশ্চিম আরব সাগর থেকে আসা প্রবল হাওয়া ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইবে। তারফলে সমুদ্রে মাছ ধরতে জেলেদের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, বৃষ্টি সত্বেও উত্তর এবং দক্ষিণ গোয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় কোনও বড় পরিবর্তন ঘটেনি।

বুধবার, দক্ষিণ গোয়ার মরমুগাওঁতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আইএমডি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

বোমা গুলিতে রণক্ষেত্র ভাটপাড়া, মৃত ১

ভাটপাড়া, ২০ জুন (হি.স.) : নতুন থানা উদ্বোধনের দিন বোমা বাজিতে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগণায় ভাটপাড়া।

বৃহস্পতিবার ফাঁড়ি থানায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা পুলিশ কর্তাদের অনেকের। তার আগেই ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ভাটপাড়া। দফায় দফায় চলল যথেচ্ছ বোমা গুলি। ভাটপাড়া ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুই পক্ষের বোমা-গুলির লড়াইয়ে প্রাণ যায় এক কিশোরের। জখম হয়েছেন চারজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিহত কিশোরের নাম রামবাবু সাউ। পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। আহতদের কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।আতঙ্কে স্থানীয়রা।

এদিন অর্জুন সিং বলেন, পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, গুলিও ছুড়েছে। সেই গুলিতে নিহত হয়েছে ওই কিশোর। তিনি বলেন, “ভাটপাড়ায় গুলি চালানোর জন্য পুলিশকে লেলিয়ে দিচ্ছেন মমতা।পুলিশকে নিরপেক্ষ হতে হবে”।

যদিও ভাটপাড়া বিধানসভার সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র জানিয়েছেন, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পুলিশ যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পুলিশের গুলিতে কারও মৃত্যু ঘটেনি। পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন অর্জুন।

প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া তদন্তকেন্দ্রকে থানায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে বারাকপুর কমিশনারেট। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়ায় নতুন থানা উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল। তার আগেই সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাঁধে সংঘর্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। এমনকী এলাকায় নামানো হয় ব্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। সূত্রের খবর, গুলিতে নিহত হয়েছেন এক জন।

আহত হয়েছে কম পক্ষে চারজন। আহতদের তালিকায় রয়েছেন পুলিশকর্মীরাও। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা উদ্ধার হয়েছে এদিন।

পুরো ঘটনায় আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে পালিয়ে যান। সংঘর্ষের খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। শূন্যে গুলিও চালাতে হয়।

নামাতে হয় ব্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। এলাকায় বন্ধ দোকানপাট-বাজার। অন্যদিকে এদিন ডিজির উপস্থিতিতে ভাটপাড়ার নতুন থানার উদ্বোধনের কথা থাকলেও তা বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে যান ডিজি। এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাটপাড়ার ঘটনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছে। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যসচিব, ডিজি, এডিজি (আইন শৃঙ্খলা)-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

হেলমেটহীন বাইক আরোহী রুখতে কড়া কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.) : হেলমেটহীন বাইক আরোহী রুখতে এবার আরও কড়া হল কলকাতা পুলিশ ঊ তার জেরেই শহরে বাড়ানো হল নজরদারি ঊ এমনকি মধ্যরাতে বাইকবাজদের নজরে রাখতে রাতের শহরের প্রত্যেকটি কানাচে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ঊ বুধবার থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই চিত্রই ধরা পড়ল শহরের প্রতিটি জায়গায় ঊ

এই নজরদারি মূলত বাড়ানো হয়েছে মধ্য কলকাতায় ঊ তারমধ্যে এক্সাইড, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার, মল্লিকবাজারয় এলাকায় কড়া নজরদারি রাখছে পুলিশ। অন্যদিকে বুধবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে ধরপাকড় ঊ হেলমেট বিহীন বাইক আরোহী দেখলেই তাকে আটক করছে পুলিশ ঊ তারসঙ্গেই ওই সমস্ত আরোহীদের থেকে ফাইন নেওয়ার বদলে দেওয়া হচ্ছে কেস ঊ

পুলিশের কথায়, ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য কনস্টেবল যে সমস্ত গাড়ির নম্বর নোট করেন, সেই সব মামলার পোশাকি ভাষায় সাইটেশন নিষ্পত্তির জন্য এই সমন পাঠানো হয় । এই ধরনের মামলায় একজন বাইক আরোহীর জরিমানা হয় ১০০ টাকা করে । তবে লোক আদালতে এলে জরিমানার অঙ্ক কমে দাঁড়ায় ৫০ টাকায়। বলাই বাহুল্য, জমে থাকা লক্ষ লক্ষ সাইটেশন মামলা লোক আদালতে নিষ্পত্তি হলে সরকারের ভাঁড়ারে একসঙ্গে বিপুল অর্থ আসে । হেলমেট না পরে বাইক চালানো এবং ট্র্যাফিক আইন ভাঙার ক্ষেত্রে সার্জেন্ট না থাকলে কর্তব্যরত ট্র্যাফিক কনস্টেবল এই ধরনের ঘটনায় গাড়ির নম্বর নোট করেন । ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভাঙা, নো -পার্কিং -এ গাড়ি রাখার মতো ঘটনায় কর্তব্যরত ট্র্যাফিক কনস্টেবল গাড়ির নম্বর নোট করে লালবাজারে ট্রাফিক দফতরে পাঠান । ওইসব গাড়ির মালিককে জরিমানা করে কলকাতা পুলিশ চিঠি পাঠায় ।সেই মতো বসে লোক আদালত।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি কর্মী খুনে অভিযুক্ত কংগ্রেসে নেতার অন্তর্বর্তী কালীন জামিন মঞ্জুর

আকোলা, ২০ জুন (হি.স.) : বিজেপি কর্মী খুনে অভিযুক্ত কংগর্সে নেতা হিদায়াত প্যাটেল-র অন্তর্বর্তী কালীন জামিন মঞ্জুর করল মহারাষ্ট্রের একটি আদালত।

মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলায় গত মাসে কংগর্সে নেতা হিদায়াত প্যাটেল-র বিরুদ্ধে বিজিপি কর্মী খুনের অভিযোগ ওঠে।

বুধবার, আদালতের বিচারক মনীশ গানোরকার প্যাটেলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়।

বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনাটি ঘটেছে মে মাসের ২৪ তারিখ, সেই দিন থেকেই পলাতক কংগ্রেস নেতা প্যাটেল।

নিহত বিজেপি কর্মীর নাম, মাতিন প্যাটেল (৪৮)ঊ তিনি বিজেপির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মী ছিলেন। আকোলা জেলার মহল্লা গ্রামে মে মাসের ২৪ তারিখ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে বচসার জেরে একদল ব্যক্তি মাতিন প্যাটেল ও তাঁর ভাইকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় মাতিন প্যাটেল-র মৃত্যু হয় এবং তাঁর ভাই গুরুতর আহত হন। ওই একদল ব্যক্তি কংগ্রেসের কর্মী বলে জানা গিয়েছে।

হিদায়াত প্যাটেল-র বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ (খুন), ৩০৭ (হত্যার চেষ্টা), এবং ৪৫২ (আঘাত -হামলা) ধারায় মামলা রুজু হয়।

প্রসঙ্গত, কংগর্সে নেতা হিদায়াত প্যাটেল এবছর লোকসভা নির্বাচনে আকোলা আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু তিনি বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় ধোত্রে-র কাছে পরাজিত হন।

প্রকাশিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল, প্রথম দুর্গাপুরের সোহম মিস্ত্রি

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল ২০ জুন, বৃহস্পতিবার। ২০ জুন দুপুর একটায় সাংবাদিক বৈঠক করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন দুর্গাপুরের হেম শীলা মডেল স্কুলের ছাত্র সোহম মিস্ত্রী, দ্বিতীয় হয়েছেন সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলের (কলকাতা) তমজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় দুর্গাপুরের হেম শীলা মডেল স্কুলের ছাত্র কৌস্তভ সেন, চতুর্থ সাউথ

ছয়ের পাতায়

পর পর দু”বার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের সাতারা, কম্পাঙ্ক যথাক্রমে ৪.৮ ও ৩.০

সাতারা (মহারাষ্ট্র), ২০ (হি.স.): সাতসকালে পর পর দু”বার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা এবং সংলগ্ন অঞ্চল। বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৪৭ মিনিট নাগাদ প্রথমে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৮ঊ এরপর সকাল ৮.২৭ মিনিট নাগাদ পুনরায় ৩.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, বৃহস্পতিবার সকালের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ৭.৪৭ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা। ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১৭.২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩.৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশঊ এরপর সকাল ৮.২৭ মিনিট নাগাদ ৩.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল, ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে, ১৭.৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩.৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশঊ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়ঊ যদিও, মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো ভূকম্পন অনুভূত হয়।

এনসেফেলাইটিসের আতঙ্ক : লিচু পরীক্ষার নির্দেশ ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ২০ জুন (হি.স.): ”অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম” (এইএস)-এর প্রকোপে বিহারের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। বিগত কয়েকদিনে হাসপাতালগুলিতে মোট ১১২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এবার সেই আতঙ্ক ছড়াল প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাতেও। আগে থেকে তৎপর হতে ওড়িশায় লিচু পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নবকিশোর দাস। বাজারে বিক্রি হওয়া লিচুর মধ্যে বিষের উপস্থিতি রয়েছে কিনা, আধিকারিকদের তা পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিচু থেকে বিষক্রিয়া এবং মশার দ্বারা এনসেফেলাইটিসের সংক্রমণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করলেও, বিহারের মুজফরপুর সহ লিচুর ফলন বেশি হয় এমন এলাকায় এই রোগের প্রকোপ বেশি হওয়ায়, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওড়িশার স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এদিন ওড়িশার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন লিচুর নমুনা সংগ্রহ করে তাতে বিষের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য ফুড কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, বিহারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে এনসেফালাইটিস সংক্রমণের কারণ নির্ধারণ করার জন্য একটি বিশেষ টিমকে দায়িত্ব দিলে তাঁরা জানান, রাতে খালি পেটে থাকা, অতিরিক্ত গরম ও আর্দতা থেকে ডিহাইড্রেশন এবং খালি পেটে লিচু খাওয়ার ফলে এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত ৩০০ শিশুর আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছে। বিহারের শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কেজরিওয়াল হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে। বৈশালী, মুজফরপুর সহ মোতিহারি, পটনা এবং সমস্তিপুর এলাকায় এনসেফেলাইটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

কলকাতা মেট্রোয় ফের আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যস্ত সময়ে ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.): কর্মব্যস্ত দিনের শুরুতেই কলকাতায় মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টাঊ শ্যামবাজার স্টেশনে ডাউন লাইনে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩৩ মিনিট থেকে সকাল ১০.০৯ মিনিট পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টা ব্যহত হল কলকাতার ‘লাইফ লাইন’ মেট্রো পরিষেবাঊ এই আধ ঘন্টায় দমদম থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত ডাউন লাইনে মেট্রো চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়ঊ অফিস টাইমে মেট্রো পরিষেবা থমকে যাওয়ায় নাজেহাল হতে হয় যাত্রীদেরঊ পরে সকাল ১০.০৯ মিনিট থেকে পুনরায় স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবাঊ মেট্রো রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩৩ মিনিট নাগাদ শ্যামবাজার স্টেশনে ডাউন লাইনে ঝাঁপ দেন অজ্ঞাতপরিচয় একজন ব্যক্তিঊ পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেয় মেট্রো কর্তৃপক্ষঊ মেট্রোর তৃতীয় লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর ওই ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় জানা যায়নিঊ মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ঊ ওই ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ’

তবে, সকালের ব্যস্ত সময়ে প্রায় আধ ঘন্টা কলকাতার লাইফ লাইন মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকায় চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয়েছে অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদেরঊ কলকাতায় মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছেঊ দু’দিন আগেই, মঙ্গলবার বিকেলে রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তির আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়ঊ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অসুবিধায় পড়েন যাত্রীরাঊ মঙ্গলবার বিকেলের পর বৃহস্পতিবার সকালে পুনরায় ভোগান্তির শিকার হলেন মেট্রোর যাত্রীরাঊ।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্টফোন বেশি গরম হয়ে গেলে কি করবেন

ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎই কানের কাছে অনুভব হয় গরম। প্রায় ছ্যাঁকা লাগার মতো। এই সমস্যা কিমি, বেশি প্রায় সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদেরই হয়। নানা লোকের এই ফোন গরম হয়েযাওয়ার নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলেন একটানা বেশিক্ষণ ফন ভ্যভার করার জন্য, কেউ বলেন বেশিক্ষণ চার্জ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঠিক কী কারণে গরম হয় স্মার্টফোন?

১. প্রসেসর: প্রসেসর হল ফোনের 'হার্ট'। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন সবসময় হৃৎপিণ্ড সচল থাকা দরকার ঠিক তেমনি স্মার্টফোন চালু রাখতে সবসময় চলতে থাকে প্রসেসর। প্রসেসর চলাকালীন তাঁর ভেতরের ইলেক্টনগুলোয় তাপ উৎপন্ন হয়। ফোন ব্যবহার না করলে সেই তাপ কম হয়। কিন্তু ফোন ব্যবহার করলে সেই তাপ বেশি উৎপন্ন হয় আর তখন গরম ফোন বাড়িতে অনুভূত হয়। আর তাপ বেশি তৈরি হয় একাটানা ডাউনলোড করলে।

২. খারাপ নেটওয়ার্ক: স্মার্টফোন মানেই প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেটের ব্যবহার। কিন্তু এই ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় সব জায়গায় সমান সিগন্যাল পাওয়া না। যেখানে সিগন্যাল দুর্বল হয় সেখানে ফোনকেনেটওয়ার্ক পেতে বেশি কসরত করতে হয়। ফলে সহজেই ফোন গরম হয়ে যায়।

৩. ব্যাটারি: যত দিন যাচ্ছে সিম দেওয়ার সময় বা একটানা ব্যবহার হলে বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে ব্যাটারি। সেই উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে ফোন বাড়িতেও। কখন বুঝবেন ফোন বেশি গরম হচ্ছে: কম বেশি সবস্মার্টফোনই গরম হয়। আর গরম হওয়ামানেই বিপদ নয়। স্বাভাবিকভাবে স বফোনই কাজ করার সময় ৩৫-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম হয় । কিন্তু যদি স্ট্যান্ডবাই মুক্তির উপায়: ফোন গরম হচ্ছে মানেই ফোনআর ব্যবহার করা যাবে না এমনটা মোটেই নয়। ফোন যাবে গরম না হয় সেই উপায়টা খুঁজতে হবে। প্রথমত নিয়মিত আপডেট করতে হবে অ্যাপস। বেশি পুরনো ভার্সন ব্যবহার করলে তা ফোনে উত্তাপ বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ সময়ই আমরা খেয়াল করি না ব্যাগগ্রাউন্ডে কোনও হবে। তৃতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে ডাউনলোডের সময় যেন ফোনে পর্যাপ্ত চার্জ থাকে। কম চার্জে ডাউনলোড করলে ব্যাটারির ওপর চাপ পড়ে এবং ফোন গরম হয়ে যায়। র‍্যাম ও ক্যাশে পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়াও গরম শষে নিতে পারে এমন কভার লাগালে অনেকটা এইসমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রয়োজন ছাড়া ওয়াইফাই ব্যবহার না করা।

বাড়তি ভাড়ায় শুরু 'পাঠাও কারস'

'উবার ও বাহন-এর পর ঢাকায় বাড়তি ভাড়ায় শুরু হলো অরেকটি কার ট্যাক্সি সার্ভিস 'পাঠাও কারস'। মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া 'পাঠাও' ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ কার সার্ভিস চালু করেছে বলে জানিয়েছে। থেকে পাঠাও তাদের একই অ্যাপসে কার ডেকে আনার ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে। প্রথমদিকে ১০০ টি কার দিয়ে এ সেবা শুরু হলো বলে জানিয়েছেন পাঠাও'র সিইও হেসেন এম ইলিয়াস। নতুন চালু হওয়া পাঠাও কারস্' এর ভাড়া বর্তমানে চালু থাকা উবারের চেয়ে বেশি । তবে কার কোয়ালিটি তাদের ভালো হবে বলে দবি করেছে পাঠাও। পাঠাও কারস'-এর বেইসফেয়ার ৫০ টাকা, যেখানে 'উবার এক্স'-এর বেইস ফেয়ার ৪০ টাকা। প্রতি কিলোমিটার ২০ টাকা, যেখানে উবার নেয় ১৮ টাকা। প্রতি মিনিট চার্জ পাঠাও নেয় আড়াই টাকা, উবার এক্ষেত্রে ৫০ পয়সা বেশি ৩ টাকা নেয়। এ হিসেবে দেখা গেছে: উবারের চেয়ে ভাড়া কিছু বাড়িয়ে দিয়েই পাঠাও ঢাকায় শুরু করেছে অ্যাপস ভিত্তিক কার ট্যাক্সি সার্ভিস।সরকার খসড়া নীতিমালায় এখনও ভাড়ার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বেধে দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে একের পর এক রাইড শেয়ারিং অ্যাপস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি ভাড়া নিয়ে নামছে। রাইড শেয়ারিংয়ের প্রতিযোগিতায় ভাড়া কমে না বাড়ে? আর এটি কেন? জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি পাঠাও'র সিইও ইলিয়াস। তবে সরকার যদি ভাড়া ঠিক করে দেয়, মানবেন কি না' এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যেটা বলবে, সেটাতো করতেই হবে। সরকার যদি কিছু না বলে, তাহলে এটি নিয়ে কথা বলেতো লাভ নেই।' ঢাকায় গত বছরের ২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অন ডিমান্ড ট্যাক্সি সার্ভিস চালু করে উবার। তারও আগে ঢাকায় প্রথম মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং শুরু করে শেয়া এ মোটরসাইকেল 'স্যাম'।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্লান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বন্ট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়। নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পাে।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

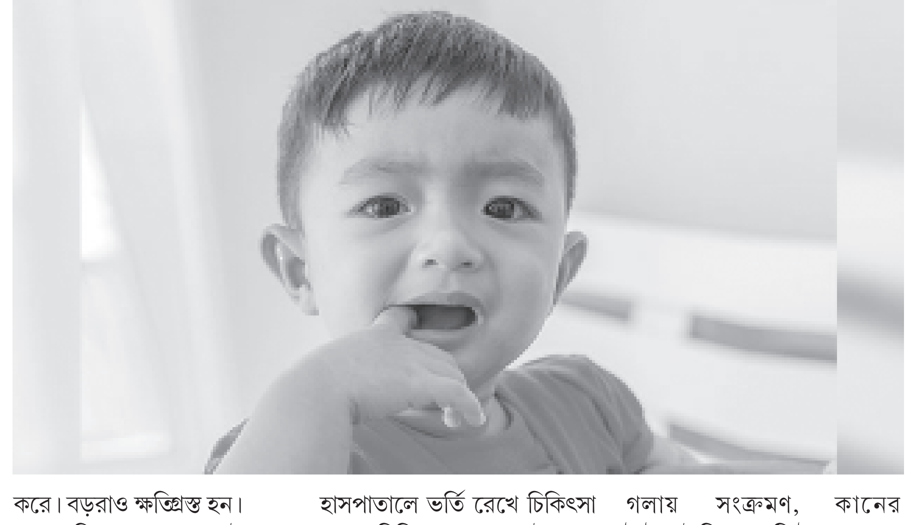

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র। আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

বৃহস্পতিবার বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাশ বড়জলা এলাকায় সরকারি অনুদানের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

টানা চারদিন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন পাথারকান্দি শহর এলাকা, তালা ঝুললো এপিডিসিএল দফতরে

পাথারকান্দি (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : একদিকে কাঠফাটা গরম, অন্যদিকে বিনা সূচনায় লাগাতার লোডশেডিং, এই দুয়ের যাঁতাকলে দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শহরের নাগরিকজীবন। গত চারদিন থেকে পাথারকান্দির উত্তর রেলগেট সংলগ্ন এলাকার একটি ৩০ কেভি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, দাবি আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল) বা অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির স্থানীয় কর্তাদের। ভুক্তভোগী বিদ্যুৎ গ্রাহক তথা নাগরিকদের পক্ষে বাসন্তী পাল, সবিতা পাল, শিল্পী পাল-সহ প্রায় অর্ধশতাধিক পুরুষ ও মহিলা পাথারকান্দি এপিডিসিএল কার্যালয়ে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ভুক্তভোগী বিদ্যুৎ গ্রাহক তথা নাগরিকদের পক্ষে বাসন্তী পাল, সবিতা পালরা জানান, প্রচণ্ড দাবদাহ এবং অনিমিত পানীয় জল সরবরাহ থেকে শীঘ্র তাদের রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানে স্থানীয় এপডিসিএল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই নিচ্ছেন না। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনার প্রায় সাত ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার এল খিনতে। নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে পৌঁছেন পাথারকান্দি থানার পুলিশ অফিসার। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যুৎ কার্যালয়ের তালা খুলে দেওয়ার আবেদন জানান। বিক্ষোভকারীরা তাঁদের অবস্থানে অটল থাকেন।

পরে আগামী দুদিনের মধ্যে বিকল ট্রান্সফর্মারটি সারিয়ে নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হবে বলে এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন ভুক্তভোগী ক্ষুব্ধ নাগিরকরা।

কামাখ্যাধামে ছিন্নমস্তা মহিলার মৃতদেহ, অম্বুবাচীর প্রাক্কালে নরবলির ধারণা পুলিশের, মন্দির কর্তৃপক্ষের অস্বীকার

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : দিশাহীন গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ। এখনও কোনও ক্লু হাতে আসেনি কামাখ্যাধাম চত্বরে উদ্ধারকৃত ছিন্নমস্তা (মুণ্ডহীন) মহিলার মৃত্যু রহস্যের। পুলিশ কমিশনার দীপক কুমারের ধারণা নরবলির শিকার হয়েছেন মহিলাটি। অন্যদিকে পুলিশ কমিশনারের এই ধারণাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মা কামাখ্যা দেবালয়ের বড়দলৈ মোহিতচন্দ্র শর্মা। তিনি বলেছেন, কামাখ্যধামে বলিপ্রথা রয়েছে, তবে কখনও নারীর বলি হয় না। তাছাড়া নরবলিতো নয়ই, পশু বলি হলেও পুরুষ প্রজাতির পাঁঠা, মোষ ইত্যাদির বলির প্রচলন রয়েছে কামাখ্যাধামে।

প্রসঙ্গত, আর দুদিন পর গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাধ্যাধামে শুরু হবে ঐতিহাসিক অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচির মূল পর্ব ২২ জুন থেকে শুরু হলেও তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল ২১ তারিখ। এর জন্য প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। এরই মধ্যে বুধবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ কামাখ্যাধাম চত্বরে বনদুর্গা মন্দিরের কাছে খাঁড়া সিঁড়ির ভিউপয়েন্ট ব্যালকনিতে উদ্ধার হয়েছে জনৈক মহিলার ছিন্নমস্তা নিথর দেহ। মৃতদেহের কাছে বেশ কিছু পূজার উপকরণও পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ছিল ধূপ-ধুনো, ফুলের মালা ইত্যাদি আরও কিছু।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই সঙ্গে সঙ্গে গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার, উপ-পুলিশ কমিশনার দেবরাজ উপাধ্যায় স্নিপার ডগ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। আজ গোটা দিন পুলিশের বিভিন্ন শাখার অফিসাররা এ ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তদন্ত করছেন। কিন্তু কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি।

পুলিশ কমিশনার বলেছেন, শক্তিপীঠ কামাখ্যা তন্ত্রমন্ত্রের সাধনাস্থল। তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা হয় এখানে। বিশেষ করে অম্বুবাচীর সময়। তাই নরবলি দেওয়ার ধারণা অমূলক নয়। তবে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ।

এদিকে, কামাখ্যা দেবালয়ের বড়দলৈ মোহিতচন্দ্র শর্মার দাবি, এটা শক্তিপীঠ। ফলে মন্দিরে বলির প্রচলন থাকলেও কখনও নরবলি হয় না। বলি দেওয়া হয় পশু। কামাখ্যা একজন মা, দেবী। দেবীর নামে মহিলা প্রজাতির কোনও পশুরও বলি দেওয়া হয় না। নারী-তো দূর। তাঁর ধারণা, সামনেই অম্বুবাচী। বিরাট আয়োজন। তাই এক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে অন্য কোথাও মহিলাকে খুন করে এখানে নির্জন স্থানে ফেলে গেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশি তদন্তে তাঁর অগাধ বিশ্বাস আছে। পুলিশ ঘটনার রহস্য ভেদ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বড়দলৈ শর্মা।

উত্তরপ্রদেশে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বছর ১৯-এর তরুণ

বুলন্দশহর (উত্তরপ্রদেশ), ২০ জুন (হি.স.) : প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক বছর ১৯ তরুণকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে।

বছর ১৬-র ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের দাবি বিগত ছয় মাস ধরে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশকে জানালে পরিণতি ভাল হবে না বলেও হুমকি দেয় ওই তরুণ। সিয়ানার সার্কেল ইনস্পেক্টর ধ্যান প্রকাশ তেয়াগী জানিয়েছেন, গত সোমবার হাসপাতালে চিকিৎসকেরা ওই নাবালিকাকে গর্ভবতী বলে জানায়। এরপরই মঙ্গলবার পুলিশের দ্বারস্থ হয় ওই পরিবার। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে।

ছয়ের পাতায়

ভাঙন অন্ধপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি-তে

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.) : বড়সড় ভাঙন অন্ধপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি) তে। রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি। এই পার্টির রাজ্যসভার ছয়জন সদস্যের মধ্যে চারজনই বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে।

ভাঙতে বসেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করলেন তেলেগু দেশম পার্টি দুজন রাজ্য সভার সাংসদ টি জি ভেঙ্কটেশ এবং ওয়াই এস চৌধুরী উ বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে বৃহস্পতিবার তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেরাই জানিয়েছেন।

এদিন টিডিপি সাংসদ টি জি ভেঙ্কটেশ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, "হ্যাঁ আমি বিজেপিতে যোগদান করবো। আমি এবিভিপি এবং বিজেওয়াইএম-র প্রাক্তন সদস্য ছিলাম। অন্যদিকে আর এক সাংসদ ওয়াই এস চৌধুরী জানিয়েছেন, যদি টি জি ভেঙ্কটেশ বিজেপিতে যোগদান করেন তাহলে তিনিও বিজেপিতে যোগ দেবেন ।

তবে শুধু এই দুজন নয় উ বিজেপিতে যাচ্ছেন দলের আরও দুই রাজ্যসভার সাংসদ উ সূত্রের খবর পার্টির রাজ্যসভার ছয়জন সদস্যের মধ্যে চারজনই বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন।

মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে শুরু হয়েছে বর্ষা

ভোপাল, ২০ জুন (হি.স.) : ঝোড়ো হাওয়া সহ মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে বর্ষা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া সহ মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের কিছু স্থানে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র বিদ্যুত সহ বৃষ্টিপাত হবে।

ভোপালের আইএমডি অফিসের কর্মরত অফিসার আর আর ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘন্টায় গয়ালিওর ডিভিশন এবং ভিন্দ এবং সেহরি জেলার কিছু অংশে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আর আর ত্রিপাঠী আরও জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাগর, রেওয়া এবং শাহদল ডিভিশনের কিছু স্থানে বজ্র বিদ্যুত ও ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

একই রকম বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জাব্বালপুর, হোসেনগাবাদ, ইন্দোর, উজ্জয়ন ডিভিশনের কিছু বিচ্ছিন্ন স্থানেও। আবহাওয়া দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

মথুরায় আক্রান্ত আইনজীবী

মথুরা, ২০ জুন (হি.স.) : এক আইনজীবীকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠলো চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের সদর বাজার এলাকায়। পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের সদর বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার এক আইনজীবীকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠলো চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এদিন ওই আইনজীবী কোর্টে যাচ্ছিলেন উ তখনই তাঁর ওপর হামলা হয় বলে জানা গিয়েছে। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই হামলা বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আইনজীবীর নাম, ওয়াকিল খান। তিনি পেশায় আইনজীবী ছাড়াও একজন সান্ধ পত্রিকার রিপোর্টার। এদিন সকালে তিনি যখন কোর্টের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন চারজন ব্যক্তি ছুড়ি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। ঘটনায় ওয়াকিল খান গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ।

পথ চলতি মানুষ ঘটনাস্থলে আসায় চার অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

মথুরার বর্ষীয়ান সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ সালাহ মাথুর জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে দুটি দল গঠন করা হয়েছে।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে : সুব্রত চ্যাটার্জি

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.) : সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি অভাবনীয়ভাবে ১৮টি আসন দখল করতে পেরেছে। নির্বাচনের সাতটি দফায় ভয়ংকর হিংসা হওয়া সত্বেও ৪২ টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসন দখল করেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ৩৫৫টি মধ্যে ২০০ টি পঞ্চায়েতে এবং ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৩০ টি আসনে এগিয়ে আছে। এই সফলতার নেপথ্যে যেসমস্ত বিজেপি নেতাদের অবদান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা বর্ণনা করতে হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভূমিকায় রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সংগঠন সম্পাদক(সংগঠন মন্ত্রী) সুব্রত চ্যার্টাজি। ১৯৮৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সুব্রত চ্যার্টাজি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-র বিভিন্ন পদে আসীন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গ্রামীন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন ।তবে এর মধ্যে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সফলতা এসেছে, কারণ এবারে বিজেপির সাংগঠনিক কর্মযজ্ঞ তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসেছে। বিজেপির এই সাংগঠনিক শক্তি কি ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বদল করতে দলের কি রণনীতি হবে, সে সম্পর্কে রাজ্য বিজেপির সংগঠনমন্ত্রী সুব্রত চ্যার্টাজি হিন্দুস্থান সমাচারের প্রতিনিধিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকার।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : সুব্রতবাবু, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অসাধারণ ফলাফলের পেছনে কি কারণ রয়েছে?

সুব্রতবাবু : লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যাশিত ফলাফলের পেছনে সাংগঠনিক শক্তি ও সংঘের স্বয়ংসেবকরা তৃণমূল স্তরে নেমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং এরফলে একটা জনসংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এর সুফলই ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছে। যদিও ২০১৪ সালেও দেশজুড়ে মোদী ঝড় উঠলেও এরাজ্য থেকে মাত্র দুটো আসনই বিজেপি পেয়েছিল ।সেসময়ও আমরা সাংগঠনিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েও সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় নি। তবে সাধারণ মানুষ আমাদের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে কখনই বিরোধিতা করেনি ।কিন্তু ২০১৯ সালে জনসংযোগ স্থাপন ও সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার ফলেই ২ টি আসন থেকে এবার বিজেপি ১৮ টি আসন জয় করতে পেরেছে। একটা সময় ছিল, যখন সিপিএম প্রচার চালিয়ে ছিল যে বিজেপি মারোয়ারিদের দল। আর তার ফলে সে সময় আমরা শুধুমাত্র বড়বাজার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম। তবে এখন রাজ্যবাসী অনেক সজাগ। তারা বিজেপির উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে বুঝতে পেরেছে এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করতে পেরেছি। আমরা রাষ্ট্রবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। দলের কর্মীদের পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে, সরকার কি চালাতে পারবে। তবে ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার ফলে, এখন মানুষের বিশ্বাস এসেছে যে বিজেপি এমন একটা দল, যারা শুধু রাজনৈতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সাধারণ মানুষের অধিকারও দিতে পারবে ।আর এর ফলেই এবার বিজেপি ১৮ টি আসন জয় করতে পেরেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : দলের কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস অর্জন করতে কিভাবে করা সম্ভব হয়েছে?

সুব্রতবাবু : এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আর্থিক সহয়তা থেকে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক, নৈতিক এবং ইতিবাচক ভাবনার ফলে দলের কর্মীদের বিশ্বাসও আমরা অর্জন করতে পেরেছি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যখনই আসতেন, তখনই তিনি একটা লক্ষ্য আমাদের সামনে রেখে দিতেন, আর তার পূরণ করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সব রকমের সহযোগিতা আমরা পেয়ে যেতাম। দলের যেকোনও কর্মী আক্রান্ত হলেই ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতি কর্মীদের অনেক সাহস জুগিয়েছে। আমাদের দলের কোনও কর্মী যদি পুলিশি সমস্যায় পড়তেন, তাঁকে বাঁচাতে দল হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত সহয়তা করে থাকে ।এর ফলে বিজেপির কর্মীরা নির্ভয়ে তৃণমূলস্তরে কাজ করতে পেরেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির এই জয়ের পেছনে সিপিএম সমর্থকদের মদত রয়েছে?

সুব্রতবাবু : বিজেপি দল গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক কার্যকারিতা করে থাকে। আমি বামফ্রন্টের অনেক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রায় ৮০ জন কর্মী খুন হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনও সিপিএমের কর্মী তো খুন হন নি। এর কারণে তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন, এরাজ্যে যতদিন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন আমাদের রাজনীতি করতে দেবে না। শাসকরা আমাদের খুন করে রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব বিরোধী দলই এখানে রাজনীতি করতে পারবে, আর এটা গণতন্ত্র। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে আজও মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের মত রাজ্যে সিপিএমের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : এরাজ্যে গত নির্বাচন থেকে এখনও পর্যন্ত কতজন বিজেপি কর্মী মারা গিয়েছেন?

সুব্রতবাবু : গত পঞ্চায়ত নির্বাচনেই বিজেপির ৬৮ জন কর্মীকে খুন করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর এখনও পর্যন্ত নয় জনেরও বেশি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এছাড়া এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের অভিযোগে ১৫০০০ বিজেপি কর্মী মিথ্যে মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলবন্দি রয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবারদের আর্থিক সহয়তার পাশাপাশি তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও খরচ দল দিয়েছে। এমনকি বহু কর্মীর পরিবার এখনও এই ধরনের সহয়তা পাচ্ছে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : ২০২১ সালে কি বিজেপি সরকার এরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে?

সুব্রতবাবু : অবশ্যই সরকার গড়তে পারবে। কেননা বর্তমানে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। কেননা এই সরকারের বর্তমানে কোনও লক্ষ্য নেই। ২০১১ সালে তৎকালীন সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণ হতেই এই দলের আর কোনও লক্ষ্য নেই, তার ফলে বর্তমানে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। এছাড়া তিনি ক্ষমতায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শুধু বিরোধিতা করে গিয়েছেন। কোনও রাজ্যের সরকার তার রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলোকে গ্রহণ না করে রাজ্যকে উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে রেখেছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষক, ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে নানা প্রকল্প চালু করেছেন, কিন্তু রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক অহংকারে এই সমস্ত প্রকল্প রাজ্যে ঢুকতে দেন নি। এরফলে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। আর তৎকালীন সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনে রাজ্যেজুড়ে সন্ত্রাস ও অত্যাচারে মানুষ এতটাই ভীত ছিলেন যে তারা কোনও বিকল্প সরকারের কথা ভেবে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গত ৮ বছরের রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারের কোনও নীতি ও লক্ষ্য নেই। গোটা সরকার সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। এমন অবস্থায় মানুষ কি তৃণমূলকে ফের ক্ষমতায় দেখতে চাইবে? যেখানে কোনও কর্মসংস্থান নেই, উন্নয়ন নেই, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে চরম দুর্নীতি, ঘুষ ছাড়া কোনও সরকারি দফতের কাজ হয়না। এমন সরকারকে রাজ্যবাসী আর নির্বাচিত করবে না।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : যদি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে সরকারের প্রাথমিক কাজ কি হবে?

সুব্রতবাবু : এ রাজ্যের এক সুন্দর সংস্কৃতির ইতিহাস রয়েছে। যেখান থেকে ৬ জন নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পরিচিত। কিন্তু এখানে আঞ্চলিক দলের শাসনকালে ভয়ংকর হিংসা-সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আজ গোটা দেশ জেনে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মানেই হিংসা আর সন্ত্রাস। আমরা ক্ষমতায় এলে এই বদল করবই। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই হিংসার বদলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজেপি সরকার রাজ্যে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করবে না। কেন না বিজেপি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে। বিরোধীরা সমালোচনা করলে আমরা তা শুনবো এবং গুরুত্বও দেব। এইভাবে এ রাজ্যের পুরনো সুন্দর সংস্কৃতির ইতিহাস পুন প্রতিষ্ঠিত হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিজেপির রায় কি হবে?

সুব্রতবাবু : বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সবার আগে এনআরসি চালু করবে। রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলেই এখানে অররাধ, হিংসা, কর্মহীনতা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে। এখানে রাজ্যবাসীরাই নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কারণেই এখানে আগে এনআরসি চালু করা হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার প্রতিনিধি : রাজ্যে কি সময়ের আগেই নির্বাচন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে?

সুব্রতবাবু : বিজেপি কোন রাজ্যে অন্তর্বর্তী বা সময়ের আগে নির্বাচন চায় না। আমরা চাই যে মমতা ব্যানার্জির সরকার তার পুরো সময় ক্ষমতায় থাকুক। বিজেপি কখনোই এই সরকারকে ফেলতে চায় না। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে যেভাবে আচরণ করে চলেছেন তার ফলে মানুষের কাছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বর্তমানে জয় শ্রীরাম এবং ভারত মাতা কি জয় শ্লোগান নিয়ে যেভাবে বর্তমান সরকার বিরোধিতা করে চলেছেন জনমানুষের সেটা ভালো চোখে নেয়নি। এছাড়া লোকসভা নির্বাচনের পর যেভাবে বিরোধী দলগুলো থেকে বিজেপি যোগ দিচ্ছে, তাতে যদি সরকার সংখ্যা লঘু হয়ে হয়ে পড়ে, তাহলে সংবিধান অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশে মন্দিরে হামলা, বাড়িঘর দখল পুরোহিতসহ দুজনকে নৃশংসভাবে হত্যা

ঢাকা, ২০ জুন (হি.স.) : বাংলাদেশে গত কয়েকদিনে মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর, হিন্দুদের বাড়িভিটা থেকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে, হত্যা করা হয়েছে পুরোহিতসহ দুজনকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করছে আগামী রবিবার।

নাটোর জেলার লালপুর থানার গোপালপুর গ্রামে ঠাকুরবাড়ি মন্দিরের পুরোহিত অলোক কুমার বাগচিকে গত ১২ জুন দুপুর আড়াইটার দিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর গোটা জেলায় হিন্দু সম্পদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় হিন্দু নেতারা বলেছেন, ইসলামি উগ্রবাদিরা এলাকায় কিছুদিন ধরে হিন্দুদের দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে আসছে। আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যেই পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছে বলে তারা ধারণা করছেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা চিত্তরঞ্জন সাহা বলেছেন, পুরোহিতকে হত্যা করার খবরটি কোনও সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেনি। এটা অত্যন্ত রহস্যজনক। এই পুরোহিত পুজোআচ্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সবার কাছে।

নেত্রকোনায় গত ১১ জুন জেলে সম্প্রদায়ের নেতা বিষ্ণু ভৌমিককে নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। তার বয়স ৬০ বছর। দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে তার শরীর থেকে মাথা বিছিন্ন করে ফেলে। জেলে সম্প্রদায়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এলাকা ছাড়া করে জায়গা-জমি দখলের জন্যেই এই হত্যাকান্ড চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ১৪ জুন রাতে চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার দাস পাড়ায় ১৩৭০ বাংলা স্থাপিত পূর্ব শ্রীরামদী কালী মন্দির ও দুর্গা মন্দিরে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। তারা দুই মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে দেয়। স্থানীয় লোকজন ঘটনা টের পেয়ে ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। হিন্দু নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, হামলাকারীরা সরকারি দলের সমর্থক। পরে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদরে সরকারি দলের অঙ্গ সংগঠন যুবলিগের নেতা আশরাফুল ইসলাম সোহেল এর নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা গত ১১ জুন রাত সাড়ে আটটার দিকে মোহন রবিদাশের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় আহত হন মোহন রবিদাস, তার স্ত্রী সূচি রানী রবিদাশ, ভাইয়ের স্ত্রী মিনতি রবিদাশ ও ছেলে শুভ রবিদাস। যুবলিগ নেতা সোহেল দীর্ঘদিন ধরে মোহনের বাড়ি ও জায়গাজমি দখল করার চেষ্টা করে আসছে। মোহন বাড়ি ছাড়তে রাজি না হওয়ায় এই হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।

গত ১৭ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ন'বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করেন ৭৫ বছরের এক মুসলিম বৃদ্ধ। মেয়েটি গুরুতর আহত হয়। থানায় মামলা হয়েছে এবং ধর্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার কোন্ডা গ্রামের দাস পাড়ায় ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা পাঁচটি জেলে পরিবারকে গত ১৫ জুন রাতে হামলা চালিয়ে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে এবং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। ঘটনার পরপরই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির জেলা নেতৃবৃন্দ সেখানে ছুটে যান, প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। জেলা প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ফুল মিয়া কুশল দাসের বাড়ি দখল করে গত সপ্তাহে। কুশলবাবুর স্ত্রী ও ছেলেকে বেঁধে সাদা কাগজে সই নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিবারটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলেও তাদের বাড়ির সামনে ফুল মিয়ার অবৈধভাবে তোলা দেয়ালটি এখনও রয়ে গেছে। গোটা পরিবারটি এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

তেলেগু দেশম পার্টির তিনজন সাংসদ যোগদান করল বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.) : তেলেগু দেশম পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ টি জি ভেঙ্কটেশ, ওয়াই এস চৌধুরি ও সিএম রামেশ বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

টি জি ভেঙ্কটেশ এবং ওয়াই এস চৌধুরি বৃহস্পতিবারই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনার কথা জানান। তারপরই আজ বিকালে তাঁরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে,

ছয়ের পাতায়

যোগী ও ভাগবত সম্পর্কে আপত্তিজনক পোস্ট : বারাণসীতে গায়িকা হার্দ কৌরের বিরুদ্ধে এফআইআর

বারাণসী, ২০ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত-এর সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য পোস্ট করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হল ভারতীয় গায়িকা হার্দ কৌরের বিরুদ্ধেঊ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ এ, ৫০০, ৫০৫, ১২৪ এ (দেশদ্রোহিতা) এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ নম্বর ধারায় গায়িকা হার্দ কৌরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১৮ জুন নিজের ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত-এর সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য পোস্ট করেছিলেন তরণ কৌর ধিল্লোন ওরফে হার্দ কৌরঊ আপত্তিজনক ওই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়ঊ এরপরই আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগে বারাণসীর ক্যান্ট থানায় হার্দ কৌরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

বিহারের মুজফরপুরে এনসেফেলাইটিস সংক্রমণে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১১৭

মুজফরপুর (বিহার), ২০ জুন (হি.স.): বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এর প্রকোপ কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বৃষ্টি না হলে, অথবা গরম না কমলে এই রোগের প্রকোপ কমার সম্ভাবনা নেই। আর তাই মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হল আরও দু’টি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারের মুজফরপুরে এখনও পর্যন্ত অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৭টি শিশুর।

বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এখন ১১৭। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৯৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুজফফরপুরের হাসপাতালের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। হাসপাতালে নিয়মিত লোডশেডিং এবং জলের অভাব ক্রমশ ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। যা নিয়ে রোগীর পরিজনদের ক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে দু’’টি পিক-আপ গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জনের

রায়পুর, ২০ জুন (হি.স.): গভীর রাতে বেপরোয়া গতির জের! ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় বেপরোয়া দু’’টি পিক-আপ গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। বুধবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিজাপুর জেলার নেলসানার থানা এলাকায়।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে নেলসানার থানা এলাকায় দু’’টি পিক-আপ গাড়ির জোরালো সংঘর্ষ হয়।

করল বিজেপিতে

পাচের পাতার পর

তেলেগু দেশম পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ টি জি ভেঙ্কটেশ, ওয়াই এস চৌধুরি ও সিএম রামেশ বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করেন। তেলেগু দেশম পার্টির আর এক রাজ্যসভার সাংসদও বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন বলে সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে। তাঁর নাম, জিএম রাও। তিনি বর্তমানে অসুস্থ আছেন, সুস্থ হয়ে তিনি যোগদান করবেন বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তেলেগু দেশম পার্টির সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, ‘অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদা জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলাম। বিজেপি চাইছে টিডিপি-কে দুর্বল করতে। এতে দলের নেতা-কর্মীদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই’।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনসেফেলাইটিসের বাড়বাড়ন্তের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন শরদ যাদব

মুজফফরপুর, ২০ জুন (হি.স.) : বিহারে এনসেফেলাইটিসের বাড়বাড়ন্তের জন্যে রাজ্য প্রশাসনকে দায়ী করলেন লোকতান্ত্রিক জনতা দলের সুপ্রিমো শরদ যাদব। চিকিৎসকেরা ভাল কাজ করলেও, পরিকাঠামো ও প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

এনসেফেলাইটিসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৭। এদিন মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যান একদা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের রাজনৈতিক সহযোগী তথা বর্তমানে লোকতান্ত্রিক জনতা দলের সুপ্রিমো। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগীদের পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন শরদ যাদব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, চিকিৎসকেরা ভাল কাজ করছে। এই এনসেফেলাইটিস কেন ছড়াচ্ছে, তা জানতে আমরা অক্ষম। এটি প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা। প্রস্তুতি যথ্যাথ হয়নি। প্রস্তুতির ব্যর্থতার কারণে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণ করলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হত না।

এনসেফেলাইটিস রোধে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস, আরজেডি-র মতো দলগুলি। এদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনসেফেলাইটিসে প্রাণ হারিয়েছে ৯৮ এবং কেজরিওয়াল হাসপাতালে এনসেফেলাইটিসের প্রকোপে মৃত্যু হয়েছে ১৯ শিশু।

সভাপতি পদে থাকতে চান না এইচ বিশ্বনাথ, শুক্রবার জরুরি বৈঠক ডাকলেন দেবেগৌড়া

বেঙ্গালুরু, ২০ জুন (হি.স.): জনতা দল (সেক্যুলার) দল ছাড়তে নারাজঊ কিন্ত, কর্ণাটক কংগ্রেস সভাপতি পদে থাকতে চান না এইচ বিশ্বনাথঊ এই সমস্যা সমাধানের জন্য শুক্রবার জরুরি বৈঠক ডাকলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জেডিএস নেতা এইচ ডি দেবেগৌড়াঊ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া বৃহস্পতিবার বলেছেন, ‘আমাদের দলের কর্ণাটক সভাপতি, এইচ বিশ্বনাথ জানিয়েছেন যে, তিনি দল ছাড়বেন নাঊ তবে, সভাপতি পদেও থাকবেন নাঊ আমাদের নেতাদের বৈঠক ডাকা হয়েছেঊ আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করবঊ’ দেবেগৌড়ার কথায়, ‘শুক্রবার দলীর নেতাদের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছেঊ ওই বৈঠকে জোট সরকার নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হবে না, তাছাড়া মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়েও কোনও আলোচনা হবে নাঊ’

কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে কর্ণাটকের সদ্য প্রাক্তন জেডিএস সভাপতি এইচ বিশ্বনাথ বলেছেন, ‘এটি সিদ্ধারামাইয়ার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতাঊ রাজনীতিতে তিনি মোটেও সুবিধার নন, রোশন বাইগকে দল (কংগ্রেস) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলঊ আমি যদি কংগ্রেসে থাকতাম, তবে আমার সঙ্গেও একইরকম কাজ করতেন সিদ্দারামাইয়াঊ’

ভূমিকায় ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ২২ হাজার আবেদন অফ লাইনে জমা পড়েছে। ফলে, আবেদনপত্র যাচাই করতে গিয়ে ত্রুটি হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সমস্ত চাকুরি প্রত্যাশীদের নতুন এডমিট কার্ড প্রদান করা হবে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, আজ রাতের মধ্যেই ভুলে ভরা সমস্ত এডমিট কার্ড সংশোধন করা হবে। আগামীকাল তা চাকুরী প্রত্যাশীদের বিলি করা হবে। প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ জুন এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সচিবালয়ে ৫০টি শূণ্য পদে নিয়োগে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

১৯-এর তরুণ

পাচের পাতার পর

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধর্ষিতার বয়ান নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বুলন্দশহরে।

সংখ্যালঘু সেলের

আটের পাতার পর

বাইকসওয়ারিদের ‘দাপাদাপি’, দু’টি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তেরা ঘটনাচক্রে মুসলিম। মুসলিম নাগরিকদের একাংশের মতে, এ দেশের সংবিধানে বা বহু নাগরিকের চেতনাতেই ‘অপরাধী’র ধর্ম হয় না। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং নেট-নাগরিকদের একাংশ দু’টি ঘটনাতেই ‘অপরাধী’র ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে জল ঘোলা করতে ব্যস্ত।

এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের কত সংখ্যালঘুর মধ্যে কত জন অভিযুক্ত, তার হিসেব নেওয়া হোক। এ সম্পর্কে একটা মিথ্যে অভিযোগ ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস, বাম সব দল বা পক্ষ মুসলমানদের সাহায্য নিয়েছে। এমন নয় যে তৃণমূল বেশি কিছু করছে। প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুরে আমি তৃণমূল ভবনে দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত বসবঊ সমস্যাবলী খতিয়ে দেখার চেষ্টা করবঊ”

মুসলিম পাড়ায় বিজেপি-র ওপর নজর রাখার কথাও এ দিন বলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীঊ তাঁর দাবি, “নানা ভাবে বিজেপি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছেঊ কিন্তু আমাদের সবাইকে মিলে মিশে থাকতে হবে ঊ” শনিবারের প্রস্তাবিত বৈঠকে রেজ্জাক মোল্লা, বিচারপতি আব্দুল গণি ছাড়াও কিছু ইমাম উপস্থিত থাকবেন। সিদ্দিকুল্লা বলেন, “আগেও আমরা সম্প্রতি দুটি বৈঠক করেছি। মুসলিম ছেলেমেয়ে এবং যুবকদের বোঝাতে পাড়ায় পাড়ায় প্রশিক্ষণ, মাদ্রাসায় প্রচার- এ সব করব।

সোহম মিস্ত্রি

তিনের পাতার পর

পয়েন্ট হাইস্কুলের (কলকাতা) ছাত্র অঙ্গীকার ঘোষাল, পঞ্চম সোনারপুরের সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্র অর্ক দাস, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ হয়েছেন দিল্লি পাবলিক স্কুল (রুবি পার্ক) ছাত্র স্নেহিন সেন, সপ্তম হয়েছেন বার্নপুর রিভারসাইড স্কুলের (চিত্তরঞ্জন) ছাত্র বিনীত রাজ অষ্টম হয়েছেন পূর্বাঞ্চল বিদ্যামন্দিরের ছাত্র রিশভ আগরওয়াল, নবম হয়েছেন সুধীর মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের (দোলতলা, কলকাতা) ছাত্র অভিনব দত্ত এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দশম হয়েছেন দুর্গাপুরের হেম শীলা মডেল স্কুলের ছাত্র শুভজ্যোতি ঘোষ। পরীক্ষার্থীরা দুপুর দু’’টো থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন।

লোকসভা ভোটের কারণে এ বছর প্রায় একমাস পিছিয়ে যায় পরীক্ষা, আর রাজ্যে জয়েন্ট পরীক্ষা পিছোনোয় সরব হয়েছিলেন শিক্ষাবিদরা। এবার পরীক্ষা হয়েছিল গত ২৬ মে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার। ফলাফল ঘোষণার পর, এবার শুরু হবে সরকারি এবং বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া।

তথাগত রায়ের

দুইয়ের পাতার পর

করে ঢুকে ছিলেন? বাংলা তো, তাই বললাম।এবার বলি, উপজাতীয়তাবাদও নয় এটি, এ হল খোয়াববাদ। তীব্র প্রতিবাদ করছি।” বৃহস্পতিবার অচিন্ত্যবাবু তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, “বন্দেমাতরমমুসলিম-বিরোধী? ওরা ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চাইলে এদেশে থাকার অধিকার তাদের নেই। ‘বন্দেমাতরম-এ ”সপ্ত কোটি”-কণ্ঠের কথা আছে। তখন হিন্দু মুসলমানদের মিলিত সংখ্যা তো বাংলায় ছিল ৭-কোটি। আপনারা দেশকে মা বলতে চান না? কেন? দেশ আপনাদের মায়ের মত স্নেহ দেয়নি? এই কৃতঘ্ন মানসিকতা ঘৃণ্য।“ এই সঙ্গে এই মনোভাব যাঁদের, তাঁদের দেশ ছাড়ার জন্য তৈরি হওয়ার আবেদনও করেন অচিন্ত্যবাবু।

হিমাচলপ্রদেশে খাদে বাস নিহত ৩৩

সিমলা, ২০ জুন (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে বাস। নিহত ৩৩। পাশাপাশি গুরুতর জখম ৩৭। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি হিমাচলপ্রদেশের কুল্লু জেলার বাঞ্জার এলাকায় ঘটেছে।

কুল্লুর পুলিশ সুপার শালীনি অগ্নিহত্রি জানিয়েছেন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যাত্রীবোঝাই বাসটি আউত থেকে বাঞ্জার হয়ে গারাগুশানি দিকে যাচ্ছিল। তখনই বাঞ্জারে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়। বাসটিতে আনুমানিক ৫০-এর বেশি যাত্রী ছিল। নিহতদের মধ্যে ১২ মহিলা ও ১০ শিশু রয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। বাসটি একেবার দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশে এসে উদ্ধার কাজ শুরু হয়। খারাপ আবহাওয়ার জন্য উদ্ধার কাজ ব্যাহত হয়েছে। একাধিক যাত্রী এখনও নিখোঁজ। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দাবদাহে কাহিল বিহার : আকাশপথে প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শন বাতিল নীতিশের, যাবেন হাসপাতালে

পাটনা, ২০ জুন (হি.স.): প্রবল তাপপ্রবাহে কাহিল অবস্থা বিহারবাসীরঊ তীব্র দাবদাহের জেরে বিহারের এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ, গয়া এবং নওয়াদা জেলারঊ অত্যধিক গরমে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাঊ তীব্র দাবদাহে নাজেহাল ঔরাঙ্গাবাদ, গয়া এবং নওয়াদা জেলার প্রভাবিত এলাকা আকাশপথে পরিদর্শন করার কথা ছিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারেরঊ কিন্তু, আকাশপথে দাবদাহ প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন নীতিশ কুমারঊ পরিবর্তে গয়া জেলার অনুরাগ নারায়ণ মগধ মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ বিহারে তাপপ্রবাহে প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে অসহায় মানুষেরঊ চলতি মরসুমে বিহারের তাপমাত্রা গত ১০ বছরের রেকর্ড ছাপিয়েছেঊ শুধুমাত্র ঔরাঙ্গাবাদ, গয়া এবং নওয়াদা নয়, পাটনা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া-সহ আরও অনেক জেলাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশিঊ অত্যধিক গরমের কারণে আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বিহারের সমস্ত সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

টাউন বাস

● প্রথম পাতার পর

করেনি। তবে, বর্তমান সেই আদেশ পালনে পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, অর্পণ সোসাইটি ত্রিপুরা হাইকোর্টে টাউন বাস পরিষেবা চালু করার জন্য মামলা করেছিল। ২০১৪ সালে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে আগরতলা শহরে টাউন বাস পরিষেবা চালুর নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, তদানিন্তন সরকার সেই নির্দেশ কার্য্যকর করেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টের ওই নির্দেশ কার্য্যকরে উদ্যোগী হওয়ায় অর্পণ সোসাইটির পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

তাতে, প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করছে।

দোকান মালিক প্রবির কুন্ডুর বক্তব্য, ইতিপূর্বে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবার চুরির ঘটনার পুলিশ এসে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে চলে গিয়েছেন। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কোন কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তাতে, চোরেরা অস্কারা পেয়েছে মনে করছি।

এই চুরির ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের বক্তব্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নেই। তা সত্বেও চুরির ঘটনা নিশ্চই চিন্তার বিষয়। তবে, এখন থেকে আরো কড়া নজরদারী চালানো হবে। পুলিশের দাবি, জন নিরাপত্তায় আরো যত্নবান হবো আমরা।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়গুলিকে অবশ্যই সিবিএসই অথবা আইসিএসই অনুমোদন নিতে হবে। তাছাড়া, বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠনের মিডিয়াম হতে হবে ইংরেজি। তিনি বলেন, সংস্থাটিকে শিক্ষার অধিকার আইনকে অবশ্যই মানতে হবে এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিটিই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। সাথে তাদের এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করবে এবং মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করবে। তবে, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি সংগ্রহের বিষয়টি রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে। এক্ষেত্রে, সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোন ফি নিতে পারবে না। তাঁর কথায়, এইসব বিষয়গুলি নিয়ে সংস্থাটির সঙ্গে রাজ্য সরকারের শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তবে, বিদ্যালয় পরিচালনা সন্তোষজনক না হলে ৪৫ দিনের নোটিশ দিয়ে রাজ্য সরকার চুক্তি বাতিল করতে পারবে। একইভাবে, সংস্থাটিও ৪৫ দিনের নোটিশ দিয়ে চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। আজ শিক্ষামন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরো বিদ্যালয় এভাবেই বেসরকারী সংস্থাকে হস্তান্তর করা হবে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ছাড়বে না কংগ্রেস : প্রদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

ফলাফলে কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল বেড়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভা সিপিএম বিরোধী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করলেও, সারা রাজ্যে প্রকৃত বিরোধীর ভূমিকা কংগ্রেস পালন করছে। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশেও কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়নি। তাই, কংগ্রেসও কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে কোন কসুর রাখবে না।

প্রদ্যুতের কথায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যে ঊনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই এবং খোয়াই জেলায় কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক কর্মীদের কাছ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছে। তিনি আরো জানান, এখন সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ জেলায় কর্মীদের সাথে আলোচনা করা হবে। তাঁর দাবি, নির্বাচন ঘোষণার আগেই কংগ্রেস ময়দানে নেমে পড়েছে। অথচ, বিরোধী সিপিএম ঘরে বসে রয়েছে, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরায় সিপিএম-এর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই, রাজ্যবাসী এখন কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিৎ। লোকসবা নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি হলে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক হবে। তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ নিন। কারণ, সন্ত্রাসের আবহে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয় না। তাঁর মতে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিজেপি-ও জানতে পারবে জনগণ তাদের প্রতি এখনো কতটা আস্থাশীল। তাই, ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন হোক চাইছে কংগ্রেস।

এদিন এআইসিসি সম্পাদক তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ভূপেন বোরা বলেন, ত্রিপুরায় একবছরেই দ্বিতীয় স্থান নিঃসন্দেহে বিরাট প্রাপ্তি। তবে, এই ধারা বজায় রেখে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি-কে আরো বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২৫ বছর যে ধাচে সরকার পরিচালনা করেছে, আজও একইভাবে রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে। তিনিও আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস মুক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

মূর্তি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে বিপত্তি, তেলেঙ্গানায় পুলিশে হাতে নিগৃহীত বিজেপি বিধায়ক

হায়দরাবাদ, ২০ জুন (হি.স.): স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি অবন্তীবাঈ-এর মূর্তি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে বিপত্তি। পুলিশের লাঠি চার্জে জখম হলেন বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং। বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং অভিযোগ করেছেন, এদিন জুমমেরত বাজারে রানি অবন্তীবাঈ-এর পুরনো মূর্তির বদলে নতুন মূর্তি প্রতিস্থাপনের সময় পুলিশ তাঁকে এবং তার অনুগামীর উপর হামলা চালিয়ে লাঠি চার্জ করে। এই হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন টি রাজা সিং। মাথায় চোট গুরুতর বলে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার ভোররাতে ২০০ জন সমর্থক নিয়ে জুমমেরত বাজারে থাকা ২০ ফুট উঁচু রানি অবন্তীবাঈ-এর মূর্তি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন টি রাজা সিং। পুলিশের দাবি, কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই এই কাজ করতে যায় ওই বিজেপি বিধায়ক। পুলিশের আরও দাবি, যে মূর্তিটি বসানোর চেষ্টা হয়েছিল তা পুরনোটির চেয়ে অর্ধেক। তেলেঙ্গানায় বিজেপির একমাত্র এই বিধায়কের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৩, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে মূর্তিটি প্রথম স্থাপন করা হয়। ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় দু’’বার মূর্তিটি প্রতিস্থাপন করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হওয়া স্বাধীনতার মহাযুদ্ধ অংশগ্রহণ করে লড়েছিলেন তিনি।

রাজৌরিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল : মৃত্যু একজনের, গুরুতর ছ’জন

জম্মু, ২০ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতলঊ ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনেরঊ এছাড়াও আরও ছ’জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি জেলার কালাকোটের দেবলিয়ান গ্রামেঊ পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দেবলিয়ান গ্রামে অবস্থিত একটি দো-তলা বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েঊ

সেই সময় ওই বাড়ির ভিতরে ৭ জন উপস্থিত ছিলেনঊ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন ৭ জনইঊ প্রত্যেককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ বাকি ছ’জন হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ নিহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নিঊ কী কারণে ভেঙে পড়ল বাড়িটি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ

মধ্যপ্রদেশের মন্দলায় নর্মদায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ পাঁচজনের মৃত্যুর আশঙ্কা

মন্দলা (মধ্যপ্রদেশ), ২০ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মন্দলা জেলায় নর্মদা নদীতে ডুবে গেল ১৫ জন যাত্রীবোঝাই একটি নৌকাঊ সৌভাগ্যবশত ১০ জন সাঁতরে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও, নিখোঁজ পাঁচজনঊ জেলা পুলিশ সুপার (ডিএসপি) আর আর এস পারিহার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সেওনি জেলার বাখারি ঘাট থেকে মন্দলা জেলার গোহগাঁও ঘাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন তাঁরাঊ আচমকাই নারায়ণগঞ্জে নর্মদায় নৌকাটি ডুবে যায়ঊ ১০ জন সাঁতরে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেনঊ তবে, চারজন মহিলা ও একটি বালক নিখোঁজ রয়েছেঊ

অতিরিক্ত কালেক্টক মীনা মাসরাম জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারাঊ নিখোঁজ পাঁচজনের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশিঊ তবে, দীর্ঘ সময় ধরে পাঁচজন নিখোঁজ থাকায় প্রশাসনের অনুমান, তাঁরা হয়তো আর বেঁচে নেইঊ কী কারণে নৌকাটি ডুবে গেল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ

শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার পর বাবা ও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় বাড়ির লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়েন। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু বাবা মেয়ের কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকেরা। শেষে তাঁরা নিশ্চিত হন, উভয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেছেন।

খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর থানায়। থানা থেকে এসডিআরএফ-এর জওয়ানদের নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে পুলিশের দল। উদ্ধারকারী দল মনু নদীতে দুজনের উদ্ধারে তালাশি অভিযান শুরু করে। বিকেলের দিকে উদ্ধারকারী দল বাবা ইন্দ্রজিৎ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি মেয়ে পাপিয়া দাসের। এর পর রাতের অন্ধকার নেমে আসায় তল্লাশি অভিযান সাময়িক বন্ধ রেখেছিল এসডিআরএফ।

আক্রান্ত ১৮

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় ম্যালেরিয়ায় প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আজ ভোরে পূর্ব গোবিন্দবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াদক ছড়া গ্রামে ভালি ত্রিপুরার ছয় বছরের কন্যা বর্ণমালা ত্রিপুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, গত ৪ চার দিন ধরে শিশুটি প্রচন্ড জ্বরে ভুগছিল। কিন্তু, টাকার অভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আজ ভোরে শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ওই এলাকাগুলিতে আরও অনেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত বলে সূত্র অনুসারে জানা গেছে। তাঁরাও টাকার অভাবে হাসপাতালে যেতে পারছেন না। মঙ্গলবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ১০ জন রোগীকে ছাওমনুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। এদিকে, আজ পূর্ব গোবিন্দ বাড়ি এলাকায় একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, সমগ্র লংতরাই মহকুমায় অতিশীঘ্রই স্বাস্থ্য শিবির জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেয়া হল পরিবারকে

● প্রথম পাতার পর

পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু, নানা অসুবিধার কারণে আগরতলা থেকে চিকিৎসক গিয়ে ময়না তদন্ত করবেন বলে স্থির হয়। অবশ্য, এ-বিষয়ে ধর্মনগর মন্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রূপালী অধিকারী এবং উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় অবশেষে আগরতলা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা গিয়ে শিশুটির ময়না তদন্ত করেছেন।

ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, আজ আগরতলা থেকে ডাঃ প্রদীপ্ত নারায়ণ চক্রবর্তী এবং ডাঃ প্রসেঞ্জিত দাস এসেছেন। তাছাড়া, মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ উৎপলেন্দু নাথ, ডাঃ সুদীপা বিশ্বাস এবং ডাঃ অনুপ গোস্বামী তাঁদের ময়না তদন্তে সহায়তা করেছেন। তিনি জানান, মহিলা থানার পুলিশ অফিসার সঞ্চিতা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার, ধর্মনগর থানার ওসি, ধর্মনগরের এসডিপিও তাঁদের যৌথ প্রয়াসেই আজ ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে, ময়না তদন্তের পর ওই শিশুর নিথর দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সন্তানের মৃতদেহ দেখে তার বাবা-মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁদের আর্তনাদে হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। এদিন প্রশাসনের তরফে গাড়ি ভাড়া করে ওই শিশুর কফিনবন্দি মৃতদেহ কৈলাসহরের মূর্তিছড়া চা বাগান এলাকায় নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

আউট হয়েও কেন দাঁড়িয়ে থাকলেন উইলিয়ামসন ? প্রশ্ন তুললেন অ্যাডামস

নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন স্পিনার পল অ্যাডামস। গতকাল বার্মিংহ্যামে মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসনের ১০৬ রানের সৌজন্যে কিউয়িরা ৪ উইকেটে হারায় প্রোটিয়াদের। তবে ৭৬ রানের মাথায় আউট হতেই পারতেন কিউয়ি অধিনায়ক।তখন নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ৩৮ তম ওভার চলছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার ইমরান তাহিরের বলে উইলিয়ামসনের ক্যাচ ধরেন কুইন্টন ডি'' কক। আউটের আবেদন করেন তাহির। আম্পায়ার সেই আবেদনে সাড়া দেননি। দক্ষিণ আফ্রিকাও রিভিউ চায়নি। উইলিয়ামসন শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে ম্যাচ বের করে নেন। অ্যাডামস কিন্তু থেমে থাকেননি। টুইট করে তিনি লেখেন, ''''উইলিয়ামসন কেন ক্রিজ ছেড়ে গেল না?''''এর আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট কোহালি আউট না হলেও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, কোহালি আউট ছিলেন না। তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কোহালির প্রশংসা করেন অনেকে। উইলিয়ামসন আউট হয়েও বেরিয়ে না যাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন। প্রশ্ন উঠেছে, দক্ষিণ আফ্রিকা রিভিউ চাইল না কেন? দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফ্যাফ দু'' প্লেসি জানান, তাঁরা ডি'' ককের উপরেই নির্ভর করেছিলেন। ডি'' কক আর রিভিউ চাননি।সাংবাদিক বৈঠকে উইলিয়ামসনের আউট নিয়ে প্রশ্ন উড়ে আসে দু'' প্লেসির দিকে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বলেন, ''''যতদূর মনে পড়ছে আমি লং অনে ফিল্ডিং করছিলাম। কুইন্টন ডি'' কক কাছেই ছিল। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল ও (উইলিয়ামসন) বলটা মিস করেছে। এখন শুনছি উইলিয়ামসনের ব্যাটে বলটা লেগেছিল। কেন (উইলিয়ামসন) নিজেও জানত না বল ওর ব্যাটে লেগেছে।'''' সেই সময়ে উইলিয়ামসন ফিরে গেলে কি ম্যাচটা জিততে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা? দু'' প্লেসি অবশ্য মানতে চাননি।

৪০০ রানের মাইলস্টোন টপকে গেলেন ওয়ার্নার

নটিংহ্যাম: স্বপ্নের বিশ্বকাপ ওয়ার্নারের! চলতি বিশ্বকাপে ৪০০ রানের মাইলস্টোন টপকে গেলেন ডেভিড ওয়ার্নার। বৃহস্পতিবার ট্রেন্ট ব্রিজে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি করে চলতি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ওপেনার। তাঁর দলের ক্যাপ্টেনকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এলেন ওয়ার্নার।এক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরেই স্বপ্নের ফর্মে ওয়ার্নার। বিশ্বকাপের মঞ্চে ব্যাটে জবাব দিতে মুখিয়ে ছিলেন

বাঁ-হাতি অজি ওপেনার। চলতি বিশ্বকাপেই দু-দু''টি সেঞ্চুরি এসেছে ওয়ার্নারের ব্যাট থেকে। টনটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১০৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলার পর এদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন অজি ব্যাটসম্যান। বাংলাদেশ বোলারদের পিটিয়ে দেড়শোর গণ্ডি টপকে যান ওয়ার্নার। তাঁর ব্যাটে ভর করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হাসতে হাসতে তিনশো রানের গণ্ডি টপকে যায় অস্ট্রেলিয়া।ব্রিস্টলে প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়েছিল ওয়ার্নারের। ৮৯ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। কারণ ২০৭ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৩৫ ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ফলে সেঞ্চুরি থেকে ১১ রানে দূরেই থেমে যেতে হয় ওয়ার্নারকে।ওভালে ভারতের বিরুদ্ধে ৩৫২ রান তাড়া করার ক্ষেত্রেও হাফ-সেঞ্চুরি এসেছিল ওয়ার্নারের ব্যাট থেকে। ৫৬ রান করে যুবেন্দ্র চাহালের বলে ড্রেসিংরুমে ফিরেছিলেন অজি ওপেনার। তার পর টনটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ার্নারের সেঞ্চুরিতে ভর করে তিনশো রানের গণ্ডি টপকে ছিল অস্ট্রেলিয়া। আর এদিন ট্রেন্ট ব্রিজে ব্যাট হাতে বাংলাদেশ বোলারদের উপর ছড়ি ঘোরান ওয়ার্নার। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ১৬৬ রানে সৌম্য সরকারের বলে ড্রেসিংরুমে ফেরেন তিনি। ১৪৭ বলের ইনিংসে পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি ও ১৪টি বাউন্ডারি মারেন ওয়ার্নার।এই বিশ্বকাপে দু''টি সেঞ্চুরি-সহ ৪৪৭ রান করে সবার উপরে রয়েছেন ওয়ার্নার। দু''টি করে সেঞ্চুরি রয়েছে ভারতের রোহিত শর্মা, ইংল্যান্ডের জো রুট এবং বাংলাদেশের শাকিব আল হাসানের। তবে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানে অজি ক্যাপ্টেন অ্যারন ফিঞ্চের ১৫৩ রান এদিন টপকে যান ওয়ার্নার। গত বছর মার্চে কেপ টাউন টেস্টে স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডে ততকালীন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের সঙ্গে নির্বাসিত হন ওয়ার্নার। নির্বাসন কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরলেও ভাইস-ক্যাপ্টেন্সি হারাতে হয় বাঁ-হাতি ওপেনারকে। তবে ব্যাট হাতে সব সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন ওয়ার্নার।

ভয়ঙ্কর ওয়ার্নার, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে অস্ট্রেলিয়া

ডেস্ট্রাকটিভ ডেভিড ওয়ার্নার অ্যাট হিজ মুড !ট্রেন্ট ব্রিজে অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ওপেনারের খেলা ১৪৭ বলা ১৬৬ রানের ইনিংসে এসেছে ১৪টি চার ও ৫টি ছয়।কার্যত একার কাঁধেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলকে পাহাড় প্রমাণ টোটালে পৌঁছে দিয়েছেন এই অজি ক্রিকেটার।৪৯ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬৮ রান তুলতেই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এখান থেকে এই ম্যাচ বের করা টাইগার্সদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব বলেই দাবি ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের।প্রত্যাশা ছিল অনেক। এক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরে আসা ওয়ার্নার ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে কামাল দেখাবেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন তাঁর অগণিত ফ্যান। সেই ভক্তদের এখনও পর্যন্ত নিরাশ করেননি অজি ওপেনার। ইতিমধ্যেই দুটি সেঞ্চুরি ও দুটি হাফ সেঞ্চুরি করে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছেন ওয়ার্নার।শুক্রবার নটিংহোমের ট্রেন্ট ব্রিজে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। ওপেনিং জুটিতে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে তাঁর ১২১ রানের পার্টনারশিপ হয়। ৫৩ রান করে আউট হন ফিঞ্চ। এরপর উসমান খোয়াজোর সঙ্গে জুটি বেঁধে খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেন ডেভিড। দুই ব্যাটসমানের মধ্যে ১৯২ রানের পার্টনারশিপ হয়। ৭২ বলে ৮৯ রান করে আউট হন খোয়াজা। শেষ দিকে গ্লেব মাক্সওয়েলের ঝড়ো ১০ বলে ৩২ রানের ইনিংস অস্ট্রেলিয়ার টোটালকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়। তবে শেষ বেলায় পরপর উইকেটও হারান অজিরা।বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন পার্ট-টাইমার সৌম্য সরকার। ১টি উইকেট নিয়েছিন মুস্তাফিজুর রহমান।

অরেঞ্জ কালারের জার্সি পরে বিশ্বকাপে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া

ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ ৩০ মে থেকে ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসে শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৪ জুলাই লর্ডসের মাঠে এই মহাযুদ্ধের ফাইনাল ম্যাচ খেলা হবে আর সেখানে জয়ী দলের হাতে উঠবে ঝলমলে ট্রফি। এবারের বিশ্বকাপে বেশ কিছু দল তাদের ড্রেস আর জার্সিতে পরিবর্তন করেছে। তাদের মধ্যে একজন ভারতীয় ক্রিকেট যাদের জার্সি দেখার জন্য সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এখন এটাই দেখার যে কোন ম্যাচে ভারতীয় দল সেই জার্সি পরে মাঠে খেলতে নামবে।কোন ম্যাচে ভারতীয় দল নতুন জার্সি পড়ে মাঠে নামবে বিশ্বকাপের শুরু থেকেও সমস্ত ভারতীয় সমর্থক টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সির এক ঝলক দেখার জন্য অধীর হয়ে আছেন। এখনো পর্যন্ত ভারতীয় দল চারটি ম্যাচ খেলেছে আর কোনো ম্যাচেওই খেলোয়াড়দের নতুন জার্সি পড়ে খেলতে দেখা যায় নি। সূত্রের মতে ভারতীয় দল শনিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নইলে ৩০ জুন ঘরের দল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যখন খেলতে নামবে তখন তারা নতুন জার্সিতে মাঠে নামবে, কারণ দুই দলেরই ড্রেস না হলে নীল হয়ে যাবে।ভারতীয় দল ছাড়াও এই দেশগুলি বদলেছে নিজেদের ড্রেসইংল্যান্ড আর ভারতীয় জার্সির এক রঙের, এই কারণে ভারত সেই দিন অন্য রঙের জার্সি পড়ে খেলতে নামবে। আইসিসি এমন নিয়ম বানিয়েছে যে, যে কোনো দুটি দল এক রঙের জার্সি পড়তে পারবে না। ইংল্যান্ডের জার্সি রঙ এই কারণে বদলাবে না কারণ তারা ঘরের দল। দক্ষিণ আফ্রিকার দল বাংলাদেশের সবুজ জার্সির কারণে তাদের বিরুদ্ধে হলুদ রঙের জার্সি পড়েছিল। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আর ওয়েস্টইন্ডিজের জার্সি বদলানোর প্রয়োজন নেই কারণ তাদের জার্সির রঙ কোনো দলের সঙ্গেই মেলে না।কবে উঠবে জার্সির রঙের রহস্যএবার ভারতীয় দলের কিট স্পনসর নাইক কম্পানি, আর তারা জার্সির রঙ নিয়ে এখনো পর্যন্ত তারা মুখ বন্ধ করে আছে যে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির রঙ কি হবে। কিন্তু মনে করা হচ্ছে জার্সির রঙ কমলা হবে আর এর কালারে নীল রঙের পট্টি থাকবে।

ভারতের কাছে হারের জের ! পদত্যাগ করলেন পাকিস্তান ক্রিকেট কমিটির প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ভারতীয় দলের কাছে বিশ্বকাপে হারের জের। চাকরি হারালেন পাকিস্তান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের(পিসিবি) ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মোহসিন খান। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, মোহসিন খান নিজেই সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। পিসিবির চেয়ারম্যান এহসান মানির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা।সোনালী বেন্দ্রের প্রেমে পাগল! সব গুজব উড়িয়ে জবাব দিলেন শোয়েব আখতারভারতের কাছে হারের পর পিসিবি চেয়ারম্যান এহসান মানির সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলেন মোহসিন খান। সেখানেই তিনি পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। এর পরই তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এহসান মানি। মোহসিন খানের পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ওয়াসিম খান। ইহসান মনি বলেছেন, মোহসিনের মতো কর্মক্ষম ও দক্ষ ব্যক্তির পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত দুঃখের। তাঁকে যেতে দেওয়াটা সহজ নয় আমাদের কাছে। তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানায়।জ্জঞ্ঝ ঢদ্রন্নত্ম ঞ্ছ্ল্ল ২০১৯: পাকবধের পর দু''দিনের ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরল টিম ইন্ডিয়াউল্টোদিকে, পিসিবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জাহির করেছেন মোহসিন খান।

email id: eerd.agartala-tr@gov.in)

NOTICE INVITING e-TENDER NO. e-PT-6/EE/RDAD/2019-20 dt- 17/06/2019

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Single bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 08/07/2019 for procurement of the following items at various construction worksites **of A N1C, Nlu ni cipa I Councils,** Nagar **Pandlayilt** and 9 (nine) nos **RI) Blocks under the jurisdiction of R D** Apqrtn11 Division, West Trinnra District as ***ner* following terms condition as well as concerned DNIT for details**

Sl No	Name of the work	Estimated cost (rs) in lakh	Earnest Money(Rs)	Cost of tender	Last date and time for e-bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and biding at application	Class of bidder
1	Procurement of Specified River sand for mortar/ concrete and Blacksand for trench/plinth filling DNIT NO: e-DT-3/SAND/EE/RDAD/ 2019-20 dt. 17/06/2019.	Rs. 40.00	Rs. 40,000.00	Rs. 500.00	Upto 3.00 PM of 08/07/2019	At 11.00 AM on 09/07/2019	Https://tripuratenders.gov.in	Persons/firms who are licensed to collect/sell river sand & owner of Truck/ Tripper and having Forest product handling license.
2	Procurement of Wood (Gamair, Karai, Soft, Segun, Sal). DNIT NO: e= DT-4/ WOOD/EE/ RDAD/2019-20 dt. 17/06/2019.	Rs. 40.00	Rs. 40,000.00	Rs. 500.00				Licensed timber merchant/saw mill owner having showroom or godown of tendered stores.
3	Procurement of Steel Items (grill, rolling shutter etc and fabrication of steel work). DNIT NO:e=DT-5/STEEL/EE/ RDAD/2019-20 dt. 17/06/ 2019.	Rs. 40.00	Rs. 40,000.00	Rs. 500.00				Firm/Person having valid SSI registration in the relevant field and having workshop.
4	Procurement of Aluminum door, window, partition complete set incl. fitting fixing. DNIT NO:e-DT-6/AL/EE/ RDAD/2019-20 dt. 17/06/ 2019.	Rs. 35.00	Rs. 35000.00	Rs. 500.00				Gross/Retail seller/ authorized local dealer of aluminum items (tendered stores).
5	Procurement of Various Ply Wood/Hard Board/Plastic C4air (VIP) etc. DNIT NO: e-DT-7/ PLY&PVC/EE/RDAD/ 2019-20 dt. 17/06/2019.	Rs. 35.00	Rs. 35000.00	Rs. 500.00				Gross/ Retail seller/authorized local dealer of ply wood/hard board/PVC door etc (tendered stores).
6	Procurement of all sorts of Paints for AMC, NP, MC & all blocks under West Tripura District. DNIT NO: e-DT-8/ PAINT/EE/RDAD/2019-20 dt. 17/06/2019.	Rs. 40.00	Rs. 40,000.00	Rs. 500.00				Authorized local dealers of paints (tendered stores).
7	Procurement of Various Hardware Items/Petty Materials/Glass for AMC, NP, MC & all blocks under West Tripura District. DNIT NO: e-DT-9/ HARDWARE/EE/RDAD/ 2019-20 dt. 17/06/2019.	Rs. 15.00	Rs. 15000.00	Rs. 500.00				Gross/retail seller/authorized local dealer of hardware items (tendered stores).

Eligible **bidders shall** participate in bidding only in online through website **https://tripuratenders.gov.in. Bidders** are allowed **to bid 24x7** until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procureinent website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. *Submission of bids physically is not permitted.* For any enquiry, please contact by e-mail to eerci.agartala-tr@gov.in or for any uploading/e-bidding problem contact at 0381 2325988/9436137369 during office date and hour only.

ICA/C/443/19

(Er. S. R. Debbarma)
Executive Engineer
RD Agartala Division
West Tripura.

শিখরকে কী বলে মোটিভেট করলেন সচিন

বিশ্বকাপে স্বপ্ন শেষ শিখরের। বাঁ-হাতের আঙুলের চোটের জন্য ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় ওপেনারকে।বয়স ৩৩, চার বছর পর ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের সময় শিখরের বয়স দাঁড়াবে ৩৭। সেক্ষেত্রে পরের বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে গব্বরের মাঠে নামার সম্ভাবনা কম।এমনটা হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচটি খেলে ফেললেন শিখর। চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় স্বভাবতই মোটিভেশন খুঁজছেন ধাওয়ান। আর তখনই সচিন তেন্ডুলকরকে পাশে পেলেন তিনি।ধাওয়ানের ছিটকে যাওয়া নিয়ে টুইটে সচিন লেখেন, ''শিখরের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। তবে আশা রাখছি, ধাওয়ান আরও শক্তি নিয়ে ক্রিকেটে ফিরবে।'' ক্রিকেট ঈশ্বরের এই মন্তব্য কঠিন পরিস্থিতিতে ধাওয়ানের হারানো মনোবল বাড়াবে বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল।প্রসঙ্গত চলতি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে প্যাট কামিন্সের বাউন্সার ধাওয়ানের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে এসে পড়েছিল। তখনই যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। পরে ফিজিওর থেকে শুশ্রূষা নিয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করে ১১৭ রান হাঁকান। এরপর আঙুলের স্ক্যান রিপোর্টে চিড় ধরা পড়তে বিশ্বকাপ থেকে তিন সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন। সেই চোটই এবার বিশ্বকাপ থেকে পুরোপুরি ছিটকে দিল গব্বরকে।অন্যদিকে শিখরের পরিবর্তে ভারতের পনেরো সদস্যের দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ বাঁ-হাতি ঋষভ পন্থ। টুইটে পন্থের জন্য সচিন লেখেন, ''কোনও ক্রিকেটারের কাছে বিশ্বকাপই সবচেয়ে বড় মঞ্চ, নিজেকে উজার করে দাও।

PRESS N.I.T. NO. 03/EE/DWS/DIVN/UDP/2019-20 Dated : 17 -06-2019.

Separate Percentage rate sealed tenders are invited on behalf of the 'Governor of Tripura' from enlisted contractor's/Firms/ Agencies of Tripura PWD/ TTAADC & register vehicle owner (for sl no 1,2,3,4,8.9) in appropriate class and from the contractor's register in the appropriate class of MES, Railways. CPWD, P & T and other state in PWD and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy for SI. No. 3 & 8) and also trade license (for SL No 3 & 8) & work shop with 3-Phase connection (for SI. No. 3 & 8) for the following works up to 3.00 P.M. on 08-07-2019 and likely to be open in the same day if possible at 3.30 P.M.

Sl No	DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Last date of receiving application Issuance of Tender form
1	D.N.I.T No. 17/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,99,707	Rs. 4,997	Upto 4.00 PM On 04/07/2019 Upto 4.00 PM on upto 06/07/ 2019
2	D.N.I.T No. 18/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,22,977	Rs. 4,230	Do
3	D.N.I.T No. 19/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 3,72,549	Rs. 3,725	Do
4	D.N.I.T No. 20/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 3,55,951	Rs. 3,560	Do
5	D.N.I.T No. 21/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,93,872	Rs. 4,939	Do
6	D.N.I.T No. 22/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,99,608	Rs. 4,996	Do
7	D.N.I.T No. 77/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,96,205	Rs. 4,962	Do
8	D.N.I.T No. 23/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,97,581	Rs. 4,976	Do
9	D.N.I.T No. 24/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 2,73,396	Rs. 2,734	Do
10	D.N.I.T No. 25/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,23,491	Rs. 4,235	Do
11	D.N.I.T No. 26/ EE/DWS/DIVN/ UDP/2019-20	Rs. 4,84,995	Rs. 4,850	Do

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engi leer, DWS Division, Udaipur/ Executive Engineer. DWS Division No. II, Agartala and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- 1/1I, Udaipur/Kakraban/ Killa/Rig/Arnarpur/ Karbook/Ompi and the website hffps:// tripuratenders.aov.in/ www.tenders.gov.in

ICA/C/437/19

(Er. D. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura.

WALK IN TEST

Applications are invited for purely project based temporary position under the project entitled "NMHS Him-Nature Learning Centre INLCI-Trinura". The selection initially for one year and it may be extended also up to the completion of the project period. And the Walk in test will be held on 07.07.2019 at NIC Hall of Sepahijala WLS.The Candidates having requisite qualifications are requested to submit the application form and Bio-data and attested copies of all documents. The mode of recruitment is Walk in Test and the scrutiny of certificates and other documents will be start at 11.00 am and only the qualified candidates with Hall ticket issued by the authority will be allowed to appear for the Written Test 2.00 pm. The project is State level and the Project Site is Sepahijala Wildlife Sanctuary,funded by National Mission on Himalayan Studies, Almora,Uttarakhund under the supervision of Principal Investigator (District Forest Officer, Sepahijala) .The Walk in Test will be conducted for the following post :

1. SRF/SPF (01 Nos): -28000/- Per Month for net qualified & for non-net qualified 18000/ - Per Month +HRA.

The essentials and desirable qualification along with the application in the website of https://forest.t -ipura.gov.in/ .The willing candidates may send the dully filled Application form in advance to the NLC e-mail id. nictripuraspj@gmail.com.

ICA/D/367/19-20

Yours faithfully,
Jayakrishan VK, IFS
Principal Investigator
NMHS-Him NLC-Tripura
(District Forest Officer,
Sepahijala, District)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রাজ্যের সকল শ্রেণীর রেশনকার্ডধারী ভোক্তা সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলতি জুন, ২০১৯ মাসে আগরতলা পুর নিগমের এপ্রিল কার্ডধারী ভোক্তারা বাদে রাজ্যের সকল শ্রেণীর ভোক্তারা মাথাপিছু ৭০০ মিলিলিটার করে কেরোসিন পাবেন। অসাবধানবশতঃ পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে তা মাথাপিছু ৭৫০ মিলিলিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। আর আগরতলা পুর নিগম এলাকার এপিএল ভোক্তারা চলতি মাসে যথারীতি মাথাপিছু ৫০০ মিলিলিটার করে কেরোসিন পাবেন।

ভোক্তাসাধারণের অবগতির জন্য এও জানানো যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছরের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বরাদ্দ কার্ডপিছু ৩(তিন) কেজি চিনি ইতিমধ্যেই রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে বিতরণ শুরু হয়েছে। ভোক্তা সাধারণকে নিজ নিজ রেশন কার্ডের চিনি সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উক্ত ৩(তিন) কেজি চিনি কোন ভোক্তা চলতি জুন মাসে তুলতে না পারলে জুলাই মাস অব্দি সংগ্রহ করতে পারবেন। রেশন দোকানের মাধ্যমে বিতরণ করা মসুর ডাল বিগত মে, ২০১৯ মাসে যদি কোন ভোক্তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে চলতি জুন মাসে তা নিতে পারবেন। কোন ভোক্তা প্রয়োজনে যে কোন রেশন সামগ্রী সুবিধা অনুযায়ী কিস্তিতে নিতে পারেন।

রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে ভোক্তারা নিজ নিজ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। গনবন্টন সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ **টোল ফ্রি ১৯৬৭ নম্বরে** এবং ভোক্তা বিষয়ক যে কোন অভিযোগ **টোল ফ্রি ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫ নম্বরে** (অফিস চলাকালীন সময়ে) ফোন করে জানানো যেতে পারে।

ICA/D/375/19-20

(হীরেন্দ্র দেববর্মা)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

No .F. 7(1)-EE/RD/STB/2018-19/911-36 Dated:17/06/2019

CORRIGENDUM

In partial modification of (-tender for the Construction of New DPRC building(PRTI)(Administrative Block-Ground Floor) at Belonia, South Tripura District including sewage & drainage work, internal water supply and sanitary installation under RD Santirbazar Division during the year 2018-19 vide DNIT No.- eDT-01/DPRC(BLN)/CE/RD/STB-DIV/DNIT/2019-20 Dated: 16/05/2019 & PNIT No e-PT-I/EE/RD/STB/2019-20 Dated-28/ 0512019 has been changed/extended the last date of period of seeking clarification of tender upto 24.06.2019, deadline for online bidding date on 25.06.2019 (3:00 PM) and opening date on 26.06.2019 (11:00 AM) instead of 15.06.2019, 17.06.2019 (3:00 PM) and 18.06.2019 (11:00 AM) respectively. It is concerned to the interested bidders Other terms and conditions of DNIT have been unchanged.

ICA/C/427/19

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

CORRIGEN DUM.

Please read "Bid documents consisting of qualification information and eligibility criteria of bidders,plans,specifications,drawings,the schedule of quantities of the various classes of work to be done and the set of terms and conditions of the contract to be complied with by the bidder,can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in at free of cost between 15-06-2019 to 12-07-2019 in place of 09-07-2019 to 12-07-2019 against the NOTICE INVITING e- TENDER No.01/EE/WRD-1/2019-20 Dated 15/06/2019 Circulated vide Memo No.F.16(2)/EE/WRD-1/1129-57, Dated,15-06-2019

All other terms and conditions will remain unchanged.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C/428/19

(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No.1,
Kunjaban, Agartala

CMYK

জাগরণ 21 June, 2019, Friday আগরতলা ২১ জুন, ২০১৯ ইং, ৫ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ রাষ্ট্রপতির

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন।। ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের যৌথ অধিবেশনে বৃহস্পতিবার ভাষণ দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি জানালেন, ‘উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি অব্যাহত রাখার পক্ষেই এবার স্পষ্ট মত দিয়েছেন দেশের মানুষ।’ নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তনের পর গত ১৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন। ১৯ জুন সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন রাজস্থানের কোটা-র বিজেপি সাংসদ ওম প্রকাশ বিড়লা। আর ২০ জুন, বৃহস্পতিবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন সংসদে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে স্বাগত জানান উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা-সহ অন্যান্যরা।

সংসদের যৌথ অধিবেশনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “এবারের লোকসভা নির্বাচনে, ৬১ কোটিরও বেশি নাগরিক নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। ভারতের জনগণ নিজেদের মতামত পোষন করেছেন। এই সরকার ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে।” রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ‘নতুন ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই আদর্শ ভারতের দিকেই অগ্রসর হবে, যেখানে মানুষের মন ভয় মুক্ত হবে এবং আত্ম সম্মানের সঙ্গে তাঁর মাথা সর্বদাই উঁচু থাকবে।’ আগামী পাঁচ বছর মোদী সরকারের কাজকর্মের দিশা কী হওয়া উচিত, এদিনের বক্তব্যে তারও উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রপতি। জানিয়েছে, একের পর এক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি সামাজিক সাম্য রক্ষা করা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ও দেশের মহাকাশ কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে সরকারকে। সংসদের যৌথ অধিবেশনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ‘ভবিষ্যতেক প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণ করতেই হবে আমাদের, সেই লক্ষ্যে জল শক্তি মন্ত্রক তৈরি করা একটি নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বালাকোটে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি ঘাঁটির উপর ভারতীয় বায়ুসেনার বোমা বর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করেছে জাতীয় নিরাপত্তাকে কতটা গুরুত্ব দেয় সরকার।....দেশের ১১২টি ‘আকাঙ্খা জেলা’ গড়ে তোলার কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। বর্তমানে বিশ্বের যে সমস্ত দেশগুলিতে সর্বাধিক স্টার্ট-আপ রয়েছে, ভারত তার মধ্যে অন্যতমঊ’ এছাড়াও ‘তিন তালাক’ ও ‘নিকাহ হালালা’-র মতো প্রথা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কেবিন্দ বলেছেন, ‘মহিলাদের সমানাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ‘তিন তালাক’ এবং ‘নিকাহ-হালালা’-র মতো প্রথা বিলুপ্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

সংসদের যৌথ অধিবেশনের ভাষণে কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে গৃহীত সরকারের পেনশন প্রকল্পেরও ভূয়শী প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি লোকসভায় মহিলা সদস্যদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ‘সপ্তদশ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ৭৮ জন মহিলাঊ যা এক কথায় রেকর্ড।’

শীঘ্রই আগরতলার রাস্তায় ছুটবে ই-বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। পরিবেশে কার্বন নিঃসরণের কথা চিন্তা করে এবং বায়ু দূষণের মাত্রা কমাতে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শহরাঞ্চলে ব্যাটারি চালিত ই-সিটি বাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছে। যদি কোনও রাজ্য এই সকল ব্যাটারি চালিত ই-বাস পরিষেবা চালু করতে এর জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলে তার জন্য যে পরিমান খরচ হবে তার প্রায় ৩৮ শতাংশ খরচ ভারত সরকার দেবে।

আজ বৃহস্পতিবার এ কথা জানান ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যে এ ধরনের ই-বাস পরিষেবা চালু করার বিষয়ে আগ্রহী। এ জন্য গত তিন দিন আগে পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে এই বিষয়ে একটি বৈঠক করা হয়। বৈঠকে প্রাথমিক ভাবে দেড় কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ই-বাস কেন, এগুলির জন্য চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্প রূপায়ণে এক কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার এবং বাকি ৫০ লক্ষ টাকা দেবে ভারত সরকার। এই বিষয়টি নিয়ে কিছু দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভায় আলোচনা করা হবে এবং রাজ্য সরকার খুব দ্রুত রাজ্য ই-বাস পরিষেবা চালু করবে বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।

বাম আমলে কেনা ১৭৩টি টাউন বাসের অধিকাংশের খোঁজ মিলছে না ঃ পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। এক মাসের মধ্যে আগরতলায় টাউন বাস পরিষেবা চালু হবে। বৃহস্পতিবার দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ-কথা বলেন ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তাঁর দাবি, সমস্ত আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত টাউন বাস পরিষেবা চালু হতে চলেছে। তাতে, কিছুটা সময় বেশি লেগেছে। কারণ, পূর্বতন সরকারের আমলে কেনা বাসের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।

আজ পরিবহন মন্ত্রী বলেন, জনগণের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সরকারের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। তাতে, কোন ধরনের খামতি রাখা হচ্ছে না। কিন্তু, পূর্বতন সরকারের কার্যকলাপে এখন সময়মতো জনগণকে সঠিক পরিষেবা দিতে পারছি না। তাঁর কথায়, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগরতলায় টাউন বাস পরিষেবা পুণরায় চালু হবেই। কারণ, আগরতলা শহরে যাত্রী পরিবহনে টাউন বাসের কোন বিকল্প হতে পারে বলে মনে করি না।

তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে টাউন বাস পরিষেবায় ১৭৩টি বাস কেনা হয়েছিল। কিন্তু, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর পরিবহন মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সেই বাস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে রেখে খোঁজ নিয়ে দেখি, প্রচুর বাস অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। বহু বাসের কাগজপত্র ঠিকঠাক নেই। শুধু তাই নয়, এমনও অনেক বাস রয়েছে যেগুলি সরকার হস্তান্তর নেয়নি। ফলে, ১৭৩ টি বাস কোথায় রয়েছে তার হদিস মিলছিল না।

পরিবহন মন্ত্রীর কথায়, এখন পর্যন্ত ৬৯টি বাসের হদিস পাওয়া গিয়েছে। ওই বাসগুলির মধ্যে কিছু বাসের মেরামতের প্রয়োজনীয় ছিল, তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিছু বাসের কাগজপত্র ঠিক ছিল না, সঠিক পদ্ধতি মেনে সেগুলি প্রস্তুত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই বাসগুলি ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কাছ থেকে তুলে নিয়ে টিআরটিসি-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সমস্ত আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে টিআরটিসি আগরতলায় টাউন বাস পরিষেবা চালু করবে। তাতে, আরো এক মাস সময় লাগবে। কারণ, এখন পর্যন্ত মাত্র ২৫টি বাস পুরোপুরি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

পরিবহন মন্ত্রী আজ দৃঢ়তার সাথে জানান, সমস্ত বাস যাত্রী পরিবহনে প্রস্তুত করে এক মাসের মধ্যে আগরতলায় টাউন বাস পরিষেবা চালু করা হবে।

অরুণাচলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এএন-৩২ বিমানের ছয়টি দগ্ধ লাশ-সহ ১৩ সেনা অফিসারের দেহাবশেষ উদ্ধার

ইটানগর, ২০ জুন (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার পায়ুমবস্তি সংলগ্ন টাটোগ্রামের ঘন জঙ্গলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ (টেইল নম্বর কে-২৭৫২) বিমানের ১৩ আরোহীর দগ্ধ, পচাগলা ও দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত মৃতদেহগুলির মধ্যে ছয়টি সম্পূর্ণ এবং বাকি সাতটি মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ।

ভারতীয় বায়ুসেনার এক সূত্র সরকারিভাবে এ তথ্য দিয়ে বলেছে, এএন ৩২ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁরা উইং কমান্ডার জিএম চার্লচ, স্কোয়ড্রন লিডার এইচ বিনোদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোহিত গার্গ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুমিত মহান্তি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশিস তানওয়ার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রাজেশ থাপা, ওয়ারেন্ট অফিসার কেকে মিশ্র, কোরপরাল শেরিন, এয়ারম্যান পঙ্কজ সাংওয়ান, এয়ারম্যান এসকে সিং, নন-কোমবাটান্ট রাজেশ কুমার এবং নন-কোমবাটান্ট পুতলি।

গত ৩ জুন অসমের যোরহাট থেকে অরুণাচল প্রদেশের মেচুকার উদ্দেশে যাত্রাকারী বায়ুসেনা পণ্যবাহী বিমানটি আকাশমার্গ থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লং রেঞ্জ সামুদ্রিক তদন্তকারী বিমান পি-৮-আই, ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-এর স্যাটেলাইট, সুখয় ৩০, এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং হারকিউলিস সি-১৩০, আইটিবিপি বিমানকে উদ্ধার অভিযানে লাগানো হয়েছিল।

বিমানে বায়ুসেনার আট এবং পাঁচজন স্থলসেনা-সহ মোট ১৩ জন যাত্রী ছিলেন।

বিমানটি পণ্য সামগ্রী নিয়ে অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তবর্তী মেচুকা অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে অবতরণ করার কথা ছিল। যোরহাটের ররৈয়া বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করার পর এদিন বেলা একটা (১৩:০০) পর্যন্ত বিমানের সঙ্গে শেষবারের মতো গ্রাউন্ড এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

কিন্তু এর পর থেকে তার সঙ্গে যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানবন্দরের ভূতল সংস্থার সঙ্গে। পরবর্তীতে খবর নিয়ে গন্তব্যস্থলে বিমানটি গিয়ে পৌঁছেনি বলে নিশ্চিত হলে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। দুর্ঘটনার আট দিন পর ১২ জুন বিকেলের রাজ্যের পশ্চিম সিয়াং জেলার পায়ুমবস্তি সংলগ্ন টাটোগ্রামের ঘন জঙ্গলে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার নিখোঁজ বিমানের সন্ধান পেয়েছিল। নিখোঁজ বিমানের সন্ধানকারী মিগ-১৭ হেলিকপ্টারটি ১২,০০০ ফুট ওপরে অবস্থান করে লিপো নামের জায়গা থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর এবং টাটো-র উত্তর-পূর্বে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ গভীর খাদে বিমানটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পায়।

এর পর যথারীতি বিমানটিকে উদ্ধার অভিযানে নামার বহু চেষ্টা করেন স্থলসেনা, বায়ুসেনা, নৌ-সেনা এবং ইন্দো-টিবেটান বোর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধিকারিক-জওয়ানরা। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া, ঘন জঙ্গল এবং প্রতিকুল ভৌগলিক পরিবেশের দরুন তা সম্ভব হয়নি।

অগত্যা অরুণাচল প্রদেশের বিশিষ্ট পর্বতারোহী, সেনার গড়ুরবাহিনী, আইবিপির বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নামানো হয় ঘন দুর্গম অরণ্যে। এক সময় এই অভিযানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অবশেষে আজ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ১৩ আরোহী সেনা অফিসারের দেহাবশেষ উদ্ধারের বার্তা তারা ঘটনাস্থল থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান।

সম্পত্তিকে ঘিরে বিবাদ, এক নাবালককে প্রাণে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। জায়গা সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গলায় কুপিয়ে এক নাবালকে আক্রমণের ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে উত্তর জেলার কদমতলা থানা দিন ইয়াকুব নগরে। গতকাল রাত আনুমানিক ৮.৩০মিনিটে ইছাইরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের ১৫ বছর বয়সী ছেলে নাম জহর মিয়া(১৫) ওরফে সাদ্দাম, পিতা মৃত তহর মিয়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পথে কে বা কারা তার গলায় কুপ দেয়। ঘটনার পর তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, দুই জনের একটি দুষ্কৃতির দল কালো রংয়ের পালসার বাইক নিয়ে রাতের আঁধারে ইচ্ছাইরপার এলাকায় মেইন সড়কের উপর জহর মিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলায় মাথায় কুপম দেয়। তখন জোহর ওরফে সাদ্দাম চিৎকার দিলে ঘটনাস্থল থেকে দুই আক্রমণকারী বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। আক্রান্ত নাবালকের চিৎকারের শব্দ পেয়ে আশপাশের জনগণ ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরে থাকা জহরকে ইয়াকুব নগরের বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গাড়ি দিয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে জোহর মিয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কদমতলা থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে সাথে সাথে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ।এদিকে প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীদের বক্তব্য, জায়গা সম্পত্তি নিয়ে এই ধরনের ঘটনা হতে পারে। তহর মিয়া দুই বিবাহ করেন প্রথম ছেলে জহর মিয়া, দ্বিতীয় বিবাহের পর সৎ মা ও সৎ ভাই এর মধ্যে জোহর মিয়ার ঝগড়া লেগেই থাকত। জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সাধারণত এই ঝগড়া। উক্ত ঘটনায় তাঁর দ্বিতীয় মায়ের ছেলেদের হাত রয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে। যদি শেষ খবর লেখা পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

বকেয়া স্টাইপেন্ড প্রদানে বিলম্ব ক্ষোভে জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। বৃহস্পতিবার জিবিপি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের বকেয়া মাসিক স্টাইপেন্ড প্রদানের দাবিতে জিবিপি এম.এস-এর অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দাবি ছিল তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা যতক্ষণ না ঢুকবে ততক্ষণ এমএস অইফসে তালা ঝুলানো থাকবে। অবশ্য পরবর্তী ঘন্টা দুই এক পরে তাদের একাউন্টে বকেয়া টাকা ঢুকে গেলে জুনিয়র ডাক্তাররা তালা খোলে দেয়। এ প্রসঙ্গে জুনিয়র ডাক্তাররা জানান প্রতি বছরই তাদের এ ধরনের বিক্ষোভ দেখাতে হয় এবং তার পরই তাদের মাসিক স্টাইপেন্ড নিয়মিত প্রদান করা হয়।

মুসলিম সমাজের মান রাখতে শনিবার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকের ডাক সংখ্যালঘু সেলের

কলকাতা, ২০ জুন (হি স)ঊ পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের মান রাখতে শনিবার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের এক বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তৃণমূল ভবনে এ কথা জানান।

বুধবার কলকাতাবাসী মুসলিম নাগরিকদের একাংশের তরফে পাঠানো একটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শহরে সাম্প্রতিক দু’টি ঘটনায় রং না-দেখে ‘দোষীদের’ বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এবং কোনও ঘটনাতেই সাম্প্রদায়িক রং না-দেখার অনুরোধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে ‘দু’টি ঘটনার হামলাকারীরা মুসলিম তাতে আমরা ব্যথিত এবং লজ্জিত’ এ কথা বলে জানানো হয়েছে, ‘প্রথমত দোষীদের আইনি সাজা দিন। মুসলিমরা জড়িত, এমন সব ঘটনাতেই তেমনটা করুন। মুসলিম বলে তারা যেন কখনওই রেহাই না-পায় (লোকে ইদানীং যা ভাবছে)। তাতে একটা বার্তা যাবে, একটি গোষ্ঠীকে আড়াল করা হচ্ছে না (যা বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস)।’ এ-সবই হাজারো ‘নিঃশব্দ ভুক্তভোগীর’ কথা বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে।

এনআরএস হাসপাতালে হামলা এবং এক মডেলের অ্যাপ-ক্যাব ঘিরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন ফড়নবিশ, শিবসেনাকে চাপে রেখে দাবি বিজেপির

মুম্বই, ২০ জুন (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবে তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে দুই জোট শরিক বিজেপি এবং শিবসেনার মধ্যে। বুধবার নিজেদের দলীয় মুখপত্র সামনায় শিবসেনা দাবি করেছিল পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবে উদ্ধব ঠাকরের দল থেকে। বৃহস্পতিবার পাল্টা জোট শরিক শিবসেনাকে চাপে রেখে রাজ্যের বিজেপি নেতা রাম কদম জানিয়েছেন, সবার সমর্থনে ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

এদিন রাম কদম আরও বলেন, সবাই দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে প্রশংসা করেছে। সবার সমর্থনে ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনি। শিবসেনা আমাদের জোটসঙ্গী। এমনকি বিরোধী দলনেতাও মুখ্যমন্ত্রীর পদে ফের দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে দেখতে চাইছে। বুধবার সামনায় শিবসেনার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকলেও শিবসেনার নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে। দলের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আগামী বছর উদযাপন করবে শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের পর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে চাপা উত্তেজনা রয়েছে দুই জোট শরিক শিবসেনা এবং বিজেপির মধ্যে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্ত পরিদর্শনে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সঞ্জয় কৃষ্ণ

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া বসেনি, কাঁটাতারের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের এ-প্রান্তে নিয়ে আসা, সীমান্ত সড়ক-সহ নানা বিষয়ে অবগত হয়েছেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। তিনি দেখেছেন, ভারত-বাংলা সীমান্তে আলোর ব্যবস্থা নেই, নেই যোগাযোগ ব্যখবস্থাও। কাঁটাতারের বেড়াহীন উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ দেশ ও জাতির সুরক্ষায় দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশের করিমগঞ্জ সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যাবলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে বুধবার রাতে এখানে আসেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ।

তিনি প্রথমে জিরো পয়েন্টে বাংলাদেশের সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে করমর্দন করেন। এর পর একে অপরের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় হয়। পরে সুতারকান্দি র্টেডে সেন্টারে করিমগঞ্জ সীমান্তের ৭ নম্বর বিএসএফ-সহ আধিকারিকদের নিয়ে নিভৃত আলোচনায় বসেন তিনি। প্রায় এক ঘণ্টা একান্তে উভয় পক্ষের আলোচনা শেষে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ সাংবাদিকদের বলেন, করিমগঞ্জ সীমান্তে বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ-সব নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অতি শীঘ্র বিহীত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

এদিকে নিভৃতে একান্তে যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সীমান্তে ফ্লাড লাইট জাতীয় আলোর অভাব। একে হাতিয়ার করে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ইত্যাদি অন্যান্য অপরাধজনিত এবং নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এক সূত্র এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, ২০১৫ সালে পূর্বতন সরকারের সময় আসাম পাওয়ার বিতরণ কোম্পানি (এপিডিসিএল)-কে সীমান্তে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিতে ৩২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেনি সীমান্তে। অতি সত্বর সীমান্তে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিতে এপিডিসিএলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া করিমগঞ্জ শহর ঘেঁষা সাড় তিন কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা আজও উন্মুক্ত।

সীমান্তে বসবাসকারী ভূমি মালিকদের অর্থ অনেক আগে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভূমি মুক্ত করে দেওয়া হয়নি। তাই সীমান্ত সুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে অবিলম্বে কুশিয়ারা নদীর পারে কাঁটাতারের বেড়া সংস্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করতেও বলা হয়েছে।

সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে যে-সব গ্রাম আছে সেই গ্রামগুলিকে কাঁটাতারের ভিতরে পুনর্বহাল করতে বিশেষ দাবি জানানো হয়েছে অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কাছে। পাথারকান্দির লাঠিটিলা, ডুমাবাড়ি সীমান্তে তিন কিলোমিটার সীমান্তে স্মার্ট ফেন্সিঙের কাজ সমাপ্ত হলেও ফ্লাড লাইট পৌঁছেনি। তবে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে একই এলাকায় এলিফেন্ট করিডোর উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

এদিকে বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সীমান্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত বেহাল থাকায় জওয়ানদের অনেক কষ্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে। শুধু সীমান্ত সড়ক নয়, সীমান্তের লিংকরোডগুলোও বেহাল। তাই এ-সব সড়ক অতি সত্বর সংস্কার করার জোড়ালো দাবি জানানো হয়।

আলোচনায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ. অতিরিক্ত ডিজিপি (সীমান্ত) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, আইজি ড় কেসি মাহালি, ডিআইজি (সাউদার্ন রেঞ্জ) এমএল গার্গ, ডিআইজি (সীমান্ত) এসি নায়ক, করিমগঞ্জের জেলাশাসক এমএস মণিভন্নন, জেলার পুলিশ সুপার মানেবেন্দ্র দেবরায়, ৭ নম্বর বিএসএফ কমান্ডেন্ট জেপি মাথানি উপস্থিত ছিলেন।

সুতারকান্দি থেকে প্রতিনিধি দলটি করিমগঞ্জ শহরের স্টিমারঘাট বিএসএফ ক্যাম্পে আসে। এখানে জলপথে করিমগঞ্জ শহরের উন্মুক্ত সীমান্তও পরিদর্শন করেন দলের সদস্যরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।